RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৮, সংখ্যা: ১৫, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৬ জুলাই - ৮ আগস্ট, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 28, Issue: 15, Cooch Behar, Friday, 26 July - 8 August, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

রেকর্ড রাজস্ব আদায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শেষ আর্থিক বছরে রেকর্ড রাজস্ব বৃদ্ধি করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানান, ২০২৩-২৪ সালের আর্থিক বছরে ১৮০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে নিগম। যা ২০২২-২০২৩ এর তুলনায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বেশি। তার আগের বছরগুলির তুলনায় তো অনেকটাই বেশি। পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "নিগমের রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা সব সময় করা হয়। নানারকম পরিকল্পনাও করা হয়েছে নতুন বাস নামানো হয়েছে। নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বাস ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। তারই ফল আমরা পেতে শুরু করেছি। এ বছরে যেমন রেকর্ড আয় হয়েছে, তেমনই আগামী বছরগুলিতেও রেকর্ড হবে।" তিনি জানান, আয় বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পরিবহণ ভবন আধুনিকভাবে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। পরিবহণ ভবন সংস্কারের জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তা দিয়ে তিন ভবনের সংস্কার হবে। একটি কনফারেন্স হল তৈরি করা হবে। পঞ্চাশ বছরের পুরনো পরিবহণ ভবন। অনেকদিন সংস্কার করা হয়নি। সেই সঙ্গে আরও কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয়ে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের ব্রোঞ্জের মূর্তি বসানো হবে নিগমের অফিসের সামনে। হেরিটেজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি তোরণও তৈরি করা হবে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম বাসের উপর এখনও মানুষ ভরসা করেন। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে তো বটেই, উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা বা দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গায় যাতায়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে বর্তমানে ৭৪২ টি বাস রয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশ বাস রাস্তায় চলাচল করে। তার প্রত্যেকটি গাড়ি ডিজেল পরিচালিত। সেই গাড়ির অনেকগুলিই বহু পুরনো। তাতে ওই গাড়িগুলি নিয়ে দূষণের অভিযোগ রয়েছে। সে সবও আমূল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। নিগমের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, খুব দ্রুত সিএনজি বাস রাস্তায় নামাবে নিগম। সব মিলিয়ে ২৮ টি সিএনজি বাস রাস্তায় নামবে। এছাড়া আরও কয়েকটা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাসও (সিএনজি নয়) রাস্তায় নামবে। সেগুলি কোচবিহার-কলকাতা ও শিলিগুড়ি-কলকাতা যাবে। সব মিলিয়ে অল্পসময়ের নিগমের পরিষেবা আরও বাড়ানো হবে। তাতে নিগমের আয় আরও বাড়বে।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শুক্রবার সকাল ১০ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের ঘুঘুমারিতে তোর্সা রেল সেতুতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম শৈলেন রায় (৬২)। তার বাড়ি ফাঁসিরঘাট এলাকায়। এদিন সকালে রেলসেতু দিয়ে কোচবিহার শহরের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। সেই সময় একটি ট্রেন তাকে ধাক্কা দেয়। সাইকেল দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ওই ব্যক্তি নদীতে পড়ে যান। বেশ কয়েক ঘন্টা তল্লাশির পর তার দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রেলের ওই সেতু দিয়ে প্রতিদিন বেশ কয়েকটি ট্রেন যাতায়াত করে। তার মধ্যেই কিছু মানুষ ঝুঁকি নিয়ে ওই সেতু দিয়েই যাতায়াত করেন। অসতর্কতার জন্যে ওই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। সেতুর দু'পাশে পাহারার দাবিও তুলেছেন বাসিন্দারা।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধে সামিল হলেন বাসিন্দারা। শুক্রবার বেলা ১১ টা কোচবিহার শহরের দুর্গাবাড়ি মোড়ে ওই অবরোধ হয়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, দুর্গাবাড়ি থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত রাস্তা প্রায় দুই বছর ধরে বেহাল। মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা হচ্ছে। তারপরেও রাস্তা সংস্কারে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পরে পুলিশ-প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

উত্তরেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: উত্তরেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত। পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টি। জল বাড়ছে তিস্তায় নদীতেও। তিস্তার দোমহানী ও মেখলিগঞ্জ বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা। শুক্রবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়িতে মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে জোড়াজড়ি বৃষ্টি। জলপাইগুড়ি তিস্তার গজলডোবা ব্যারেজ থেকে শুক্রবার সকাল এগারোটায় জল ছাড়ার পরিমাণ ১৫৩০.৭২ কিউমেক বলে সেন্ট্রাল ফ্লাড কন্ট্রোল রুম জলপাইগুড়ি সূত্রে জানা যায়।

জগদীশকে গুরুত্ব একুশের মঞ্চেও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: একুশে জুলাইয়ের মঞ্চেও গুরুত্ব পেলেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। ২১ জুলাই কলকাতায় ধর্মতলার সভায় রাজবংশী ভাষায় বক্তব্য রাখলেন জগদীশ। ভোটে জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার প্রশংসা করেছিলেন। রবিবার একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কোচবিহারের মানুষকে ধন্যবাদ, অনেক লড়াই করেছেন।" তিনি আরও বলেন, "উত্তরবঙ্গে আমাদের দল খারাপ হয়েছে। আশা করি, আমাদের আগামী দিনে সেখানকার মানুষ আমাদের সমর্থন দেবেন।" সেই সঙ্গে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে দলের সাফল্যের জন্যও জনতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সেই ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে রায়গঞ্জের কথাও উল্লেখ করেন। উপনির্বাচনে রায়গঞ্জেও জয়ী হয়েছে তৃণমূল। উত্তরবঙ্গে এবারেও খুব ভালো ফল করতে পারেনি তৃণমূল। উত্তরবঙ্গের আটটি আসনের মধ্যে একমাত্র কোচবিহার আসনটি দখল করে রাজ্যের শাসক দল। কোচবিহারে তৃণমূলের লড়াই কঠিন ছিল। কারণ এই আসনে প্রার্থী বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। কিন্তু স্বচ্ছ ভাবমূর্তির রাজবংশী নেতা হিসেবে পরিচিত জগদীশ নিশীথকে ৩৯ হাজার ২৫০ ভোটে হারিয়ে দেয়। এই জয়কে তাই অনেকটাই গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্যের শাসক দল। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভোটকে নিজেদের দিকে টানতে জগদীশকেই সামনের দিকে এগিয়ে দিতে চাইছে দল। এদিনের একুশের মঞ্চে রাজবংশী ভাষায় বক্তৃতা করেন জগদীশ। উত্তরবঙ্গের জন্য কী কী উন্নয়ন করেছে রাজ্য সরকার, তার বিস্তৃত খতিয়ান তুলে ধরেন জগদীশ। সেই সঙ্গে, কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বাস দেওয়ার পরেও রাজবংশীদের জন্য যে কিছুই করেননি তা তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন, "দুই একজন রাজবংশী নেতা আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়। আমরা টের পাই না। ভোট আসলে বিজেপিকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেয়।" রাজবংশী সম্প্রদায়ের নামে একাধিক সংগঠন রয়েছে কোচবিহারে, জগদীশ তাদের লক্ষ্য রেখেই এমন মন্তব্য করেন বলে মনে করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, "বিজেপি সরকার অনেক আশ্বাস দিয়েছিল যার কোনওটি পূরণ হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পূরণ করেছেন।"

২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে উত্তরবঙ্গে সব আসনেই ঘাসফুল ফোটানোর বার্তাও দিয়েছেন জগদীশ। তিনি বলেন, "আমাদের শপথ নিতে হবে, ২০২৬-এ উত্তরবঙ্গের সব আসন যাতে তৃণমূল পায়। কোচবিহার জিততে উত্তরবঙ্গে লড়াই শেষ হবে না, কোচবিহার থেকে মালদায় যত দিন না জোড়া ফুল ফুটবে, ততদিন আমার লড়াই শেষ হবে না।" বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, "উত্তরবঙ্গ নিয়ে তৃণমূলের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।"

মুম্বই গিয়ে নিখোঁজ গ্রামের মেধাবী ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মুম্বই আইআইটিতে ভর্তি হতে গিয়ে নিখোঁজ হলেন কোচবিহারের এক মেধাবী ছাত্র। ওই ছাত্রের নাম শুভজিৎ ঘোষ। কোচবিহারের খোল্টায় তাঁদের বাড়ি। গত ২৬ জুলাই মুম্বই আইআইটিতে তাঁর ভর্তি হওয়ার কথা ছিল। তার দু'দিন আগেই বাবার সঙ্গে মুম্বই পৌঁছান শুভজিৎ। মুম্বই আইআইটির কাছেই একটি হোটেলে তাঁরা। সেখান থেকেই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন শুভজিৎ। তাঁর মোবাইল সুইচ অফ রয়েছে। মুম্বইয়ের সাকিনা থানায় তা নিয়ে একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। কোচবিহার পুলিশের কাছেও ওই তথ্য পৌঁছেছে। কোচবিহার পুলিশের পক্ষ থেকে মুম্বই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা মুম্বই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। ওই ছাত্রের খোঁজে তদন্ত করছে মুম্বই পুলিশ।" দু'দিন আগে তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় ওই ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বলেন, "আমরা সবাই উদ্বিগ্ন। পরিবারের পাশে আমরা আছি। পুলিশকেও সব জানানো হয়েছে।"

কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের খোল্টা গ্রামে শুভজিতের বাড়ি। তাঁর বাবা নারায়ণ ঘোষ আলুর ব্যবসা করেন। কম বয়স থেকেই পড়াশোনায় ভালো ছিলেন শুভজিৎ। বাবা-মা দু'জনেই ছেলের পড়াশোনার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মুম্বই আইআইটিতে পড়ার ইচ্ছে ছিল শুভজিতের। সে মতো প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন। সুযোগ পাওয়ার পরে বাড়িতে খুশি হন প্রত্যেকেই। ২৪ জুলাই মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা হন তাঁরা। সঙ্গে নারায়ণ তাঁর বন্ধুকেও নিয়েছিলেন। বিমানে ওইদিন রাতেই মুম্বই পৌঁছে যান তাঁরা। মুম্বই আইআইটি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে একটি হোটেলে ওঠেন তিনজন। পাশাপাশি দুটি রুম নেওয়া হয়। একটি রুমে শুভজিৎ একা ছিলেন। আরেকটি রুমে তাঁর বাবা ও বাবার বন্ধু ছিলেন। রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনজনই। সকালে ঘুম থেকে উঠে নারায়ণ তাঁর ছেলের ফোনে রিং করেন। দু'বার রিং হলেও রিসিভ করা হয়নি। একটু পরেই তা সুইচ অফ হয়ে যায়। নারায়ণ নিজের রুম থেকে বেরিয়ে দেখেন ছেলে রুমে নেই। হোটেল কর্মীর কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, একটি ছাতা নিয়ে বেরিয়েছে শুভজিৎ। নারায়ণ বলেন, "তখন বৃষ্টি হচ্ছিল মুম্বইয়ে। প্রথমটায় ভেবেছিলাম কোনও কারণে মোবাইল সুইচ অফ হয়েছে। একটু পরেই হয়তো ফিরে আসবে। কিন্তু আর ফেরেনি।"

নারায়ণ তাঁর স্ত্রীকে ফোন করে জানতে পারেন, সকাল ৭ টা ৩৫ মিনিটে মায়ের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলেছেন শুভজিৎ। মাকে বলেছেন, হোটেলের বাইরে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটি পাঁচ মিনিটের সিসিটিভি ফুটেজেও দেখা গিয়েছে হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে শুভজিৎ। পরে একটি ছাতা নিয়ে তিনি বেরিয়ে যান। মোবাইল ট্র্যাক করে শুভজিতের খোঁজ করছে পুলিশ।

এক্স কেএলওদের অবস্থান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চাকরির দাবিতে অনশনে বসলেন এক্স কেএলও ও লিঙ্কম্যান সংগঠনের সদস্যরা। সোমবার কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরের সামনে অবস্থানে বসেন তারা। সংগঠনের সম্পাদক বিহারী কারজি বলেন, "চার বছর ধরে আমাদের ঘোরানো হচ্ছে। রাজ্য সরকারের চাকরির প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সবাই আত্মসমর্পণ করে। প্রথমদিকে স্পেশাল হোমগার্ড হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু মাঝপথে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সে কারণে অনেকেই চাকরি পাননি। এমন চললে আমরা আমরণ অনশন করব।" সংগঠনের পক্ষে আনোয়ার হোসেন জানান, দুই দফায় বেশ কিছু এক্স কেএলও ও লিঙ্কম্যানের চাকরি হয়েছে। তার পর থেকে থেকে আটকে রয়েছে। ইতিমধ্যে ১২৫ জনের তথ্য খতিয়ে দেখার কাজ শেষ করা হয়েছে। তারও দুই বছর কেটে গিয়েছে। সব মিলিয়ে বর্তমানে দুশো জনের মতো চাকুরীপ্রার্থী রয়েছে। দু'দিন অবস্থানের মাথায় কোচবিহার জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের আশ্বাসে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়।

অবৈধভাবে কোটি টাকার জমি বিক্রির অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চারদিকে এখন জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে হইচই চলছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সরকারি জমি দখলকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বেআইনিভাবে সরকারি জমি দখলের অভিযোগে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির একের পর এক নেতা পুলিশের জালে পড়েছেন। এরই মধ্যে কোচবিহারেও এক তৃণমূল নেতার নামে ট্রাক মালিক সমিতির জমি অবৈধভাবে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যে জমির দাম কোটি টাকার উপরে। ২৪ জুলাই বুধবার কোচবিহার ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বলে দাবি করে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক বৈঠক করে ওই অভিযোগ করেন। অভিযুক্ত কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের সভাপতির সজল সরকার। তাঁকে একাধিকবার ফোন করেও পাওয়া যায়নি। তাঁর সঙ্গে আরও ছয়জনের নামেও অভিযোগ তোলা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছেন মহম্মদ কলিম খান। যিনি একসময় তৃণমূল নেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করে ওই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কোনও উত্তর দেননি। ওই জমি কিনেছেন প্রেম সুকটাক নামে এক ব্যবসায়ী। তিনি বলেন, "অভিযোগ ভিত্তিহীন। একটি ষড়যন্ত্র চলছে বলে মনে হয়।"

অভিযোগ তোলা ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন অজিত কুমার দাস, অরুণ কুমার দত্ত। তাঁরা দাবি করেন, কোচবিহারের শহরের দুর্গাবাড়ি লাগোয়া এলাকায় ২৭ কাঠা জমি কিনেছিল কোচবিহার ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। সেখানে সংগঠনের একটি অফিসও তৈরি করা হয়। ২০২১ সালের আগে ওই জোর করে ওই সংগঠনের কর্তৃত্ব হাতে নেন সজল সরকাররা। সংগঠনের নাম পাল্টে রাখা হয় ট্রাক মালিক কল্যাণ সমিতি। সেই সমিতির সম্পাদক করা হয় সজল সরকারকে এবং সভাপতি করা হয় মহম্মদ কলিম খানকে। ২০২১ সালে সেখান থেকে সমিতির অফিস ভেঙে দেওয়া হয়। পরে তা বিক্রি করে দেওয়া হয়। অজিত কুমার দাস বলেন, "ওই সময় সেই জমির সরকারি মূল্য ছিল পাঁচ কোটি টাকা। অথচ তা এক কোটি টাকায় বিক্রি করা হয়। সেই টাকা সজল সরকার নিজের একাউন্টে নিয়েছেন।" অরুণ কুমার দত্ত বলেন, "আমরা তা নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। কোনও পদক্ষেপ না হওয়ায় আদালতে মামলা করা হয়েছে।" তারা ওই ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি করেছেন। অজিত বলেন, "সিবিআই তদন্তের দাবিতে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা করা হয়েছে।" অজিত কুমার দাসদের আরও অভিযোগ, তাঁরা ওই পুলিশ ও আদালতের দ্বারস্থ হওয়ায় তাদের ট্রাক চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, "অভিযোগ করার জন্য আমাদের নানারকম হুমকি দেওয়া হয়েছে। আমাদের ট্রাকের চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।" ওই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপিও। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "তৃণমূলের নেতারা তোলাবাজি, জমির বেআইনি কারবারের সঙ্গে জড়িত। তা কারও অজানা নয়। এক্ষেত্রে তো ট্রাক মালিক সমিতির সদস্যরা সরাসরি অভিযোগ করেছেন। তারপরেও তা নিয়ে কোনও ব্যবস্থা নেই।" তা নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "বিচারাধীন বিষয় নিয়ে কিছু বলতে চাই না।"

ভোটে হেরেও জনতার দরবার বসিয়েছেন নিশীথের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভোটে হেরেও 'জনতার দরবার' বসাচ্ছেন বিজেপির প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। জনতার দরবার থেকে অসুস্থ লোকজনকে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন তিনি। কাউকে আবার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। যা নিয়ে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছে তৃণমূল। তাদের বক্তব্য, যখন মন্ত্রী বা সাংসদ ছিলেন তখন নিশীথকে কখনও জনতার দরবার করতে দেখা যায়নি। ভোটে হেরে এখন জনতার কথা মনে পড়ছে। নিশীথ সাংবাদিকদের বলেন, "এটা কোনও দলীয় কর্মসূচি নয়। এটা ব্যক্তি নিশীথের কর্মসূচি। যখন আমি সাংসদ, বিধায়ক বা মন্ত্রী ছিলাম যখনও আমার বাড়িতে জনতার দরবার বসেছে।"

নিশীথের সঙ্গে জনতার দরবারে বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতাকেও দেখা গিয়েছে। যার মধ্যে ছিলেন বিজেপির কোচবিহার জেলার মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অর্পিতা নারায়ণ, বিজেপির কোচবিহার টাউন মন্ডলের সভাপতি প্রতীপ রায় বসুনিয়া। বিজেপি সূত্রের খবর, প্রতিদিন বিকেলের পরে ওই দরবার বসবে নিশীথের বাড়িতে। বিজেপি নেতাদের কথায়, "প্রতিদিনই নিশীথের বাড়িতে নানা কাজে মানুষ যান। প্রখর গরমের মধ্যে যাতে কাউকে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে না হয় সে জন্য বিকেলের পর সবাইকে আসতে বলা হচ্ছে। ওই সময়ই জনতার দরবার বসছে।" তৃণমূলের কোচবিহার জেলার সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, "উনি যখন সাংসদ বা মন্ত্রী ছিলেন, তখনই কোচবিহার জেলার জন্যে কিছু করেননি। কখনও জনতার দরবার বসেনি তাঁর বাড়িতে। ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে মানুষ তাঁর দেখাই পেতেন না। এখন তাঁর কিছুই করার নেই। আর এসব এক-দু'দিনের জন্য নাটক।" ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার বিকেলে নিশীথের কোচবিহারের ভেটাগুড়ির বাড়িতে বসেছিল জনতার দরবার। সেখানে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজির হয়েছিলেন বাসিন্দারা। ডাউয়াগুড়ির যুবক কৌশিক দাস সেখানে যান। কৌশিক বলেন, "আমার লিভারের রোগ রয়েছে। চিকিৎসার জন্য হায়দ্রাবাদ যেতে হবে। খুব অসুবিধের মধ্যে আছি। আর্থিক সঙ্কটের জন্য চিকিৎসা করাতে পাচ্ছি না। দাদা আগেও সাহায্য করেছেন। এখনও কোনও পদে নেই তাও সাহায্য করছেন।" ব্যাংচাতরা রোডের বাসিন্দা মৈনাক সাহা জানান, তাঁর এক আত্মীয় স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। নিশীথ তাঁর চিকিৎসার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা সহযোগিতা করেছেন। গৌরাঙ্গ বাজারের বাসিন্দা সুনীতি সরকার জানান, তাঁর দশ বছরের ছেলের স্পাইনাল কাডের সমস্যা। চিকিৎসার জন্য ৬ লক্ষের উপরে টাকার প্রয়োজন ছিল। এর আগেও নিশীথ তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি বলেন, "এবারেও চিকিৎসার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।"

নিশীথ একসময় যুব তৃণমূলের কোচবিহার জেলার নেতা ছিলেন। পরে দল তাঁকে বহিস্কার করলে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। রাজনীতির শুরু থেকে দাপুটে নেতা হিসেবে নিশীথের পরিচয় রয়েছে। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, সাংসদ ও মন্ত্রী হওয়ার পরে নিশীথের দেখা পেতে তাঁর বাড়ির সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হত সাধারণ মানুষকে। সেই নিশীথ এখন নির্দিষ্ট সময় করে দিয়েছেন মানুষের জন্যে যাতে বাইরে কাউকে অপেক্ষা করতে না হয়।

রাজ্য ও কেন্দ্রকে বিঁধলেন মহম্মদ সেলিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নির্বাচনী ফল পর্যালোচনা করতে এসে রাজ্য ও কেন্দ্রকে বিঁধলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। ২১ জুলাই রবিবার কোচবিহারে নির্বাচনী ফল পর্যালোচনায় বৈঠক করেন সেলিম। ওই সভার পরে সাংবাদিক বৈঠক করেন সেলিম। তিনি জানান, ভোট পরবর্তী পর্যালোচনা এবং সাম্প্রতিক যে ঘটনা রাজ্যে ঘটছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কি কর্মসূচি হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়। রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় ওই কর্মসূচি হচ্ছে। আগামী আগস্ট মাসের ২৩, ২৪ ও ২৫ তারিখে দলের রাজ্য কমিটির বর্ধিত সভা হবে নদিয়ার কল্যাণীতে। সেখানে সমস্ত বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

এদিন একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তা নিয়ে কটাক্ষ করেন মহম্মদ সেলিম। সেলিম বলেন, 'কতজনের বিরুদ্ধে উনি ব্যবস্থা নিয়েছেন। যতজন জেলে আছেন। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, যারা জমির দখল নিয়েছে, কতজনকে তিনি বের করেছেন। পাশাপাশি বামপন্থী দল থেকে যাদের আমরা চারিত্রিক দোষ সহ বিভিন্ন কারণে বের করেছি, তিনি তাদের সম্পদ মনে করে দলে নিয়েছেন।' তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "চৌত্রিশ বছরের শাসনকালে বাম তথা সিপিএম কি করেছে তা কারও অজানা নয়। তাই তাদের কথার কোনও গুরুত্ব নেই।" কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধেও সরব হন মহম্মদ সেলিম।

গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দিন কয়েক ধরে তীব্র দাবদাহে পুড়ছে কোচবিহার। কোনওদিন তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি তো কোনওদিন ৩৭ ডিগ্রি। তার মধ্যেই চড়া রোদ। তাতে হাঁসফাঁস অবস্থা চারদিকে। এই অবস্থার মধ্যে সকালে স্কুলের দাবি উঠেছে বহু জায়গায়। কোথাও কোথাও শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগও উঠেছে বামনহাট চক্রের তুতিয়ারকুটি জুনিয়র বেসিক স্কুলের এক ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা সারিনা সুলতানা ওই শিশু শিক্ষার্থীর অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা জানান। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়ম মতো বিদ্যালয়ে সকাল ১১ টায় ক্লাস শুরু হয়। দিন কয়েক ধরেই গরম চলছিল। গরমের জন্য ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও কমে গিয়েছিল স্কুলে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরম আরও বেড়ে যায়। পড়ুয়াদের অস্বস্তি বাড়ে। সেই সময়ই প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া মাইসা পারভিন অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে পরিবারের সদস্যদের ডেকে শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিস্থিতিতে অবশ্য ১ আগস্ট বৃহস্পতিবার আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। এদিন কয়েক দফায় বৃষ্টি হওয়ায় তাপমাত্রা কিছুটা নেমে আসে। প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, "পরিস্থিতির দিকে নজর রয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

সেরা স্কুল পুন্ডিবাড়ি জিডিএল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: জেলার সেরা বিদ্যালয় হিসেবে পুরস্কৃত হল কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি জিডিএল বালিকা বিদ্যালয়। চালসা যুব আবাসনে জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের এক বিশেষ কর্মশালায় কোচবিহার জেলার সেরা বিদ্যালয় হিসেবে পুন্ডিবাড়ি জিডিএল বালিকা বিদ্যালয়কে পুরস্কৃত করা হয়। সেই সঙ্গে সেরা প্রকল্প প্রশিক্ষক হিসেবে মোয়ামারি তত্বনাথ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রুমা দে'কে পুরস্কৃত করা হয়েছে। গত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ওই পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কৃত করলেন জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসেই রাজ্য সমন্বয়কারী সংস্থা এসসিএফ (কোলকাতা)। জাতীয় পর্যায়ের শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস ২০২৩ এর জন্য নির্বাচিত ৩০ জন শিশু বিজ্ঞানীদের দুটি পর্যায়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রথম পর্যায় দক্ষিণবঙ্গের কলকাতায় ২০ টি প্রকল্পের পরিমার্জন করা হয়। উত্তরবঙ্গের বাকি প্রকল্পগুলির পরিমার্জন করা হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে। এই কর্মশালায় কোচবিহার জেলা থেকে জাতীয় স্তরে নির্বাচিত শিশু বিজ্ঞানী মনীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের বিদিক্তা দত্ত তাঁর প্রকল্প প্রশিক্ষক শ্রীমতী মনোশ্রী চক্রবর্তীকে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। ২৫ এবং ২৬ জুলাই চালসা যুব আবাসে অনুষ্ঠিত হওয়া ৩১ তম জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রি ন্যাশনাল মনিটরিং ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন স্টেট কো-অর্ডিনেটর বাসরী গুহ এবং অধ্যক্ষ স্টেট ইনভেস্টিগেটোরঅভিজিৎ বর্ধন, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ মেন্টর নিলেশ দাশগুপ্ত (জলপাইগুড়ি), অমিতাভ চক্রবর্তী (কোচবিহার) এবং ইমতিয়াজ আলী (বীরভূম)। বীরভূম থেকে কোচবিহার পর্যন্ত প্রত্যেকটি জেলার ১০ জন শিশু বিজ্ঞানী তাদের গাইড শিক্ষক সহ উপস্থিত ছিল। তাদেরকে নিয়ে মনিটরিং করানো হয়। দ্বিতীয় দিন সম্মানিত করা হয় বেস্ট স্কুল এবং বেস্ট গাইড টিচারদের। জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস ২০২৩ এর জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান আনুমানিক আগস্ট মাসে ভূপালে হতে পারে। ১৯৯৩ সাল থেকে ১০-১৭ বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত করবার ভারত সরকারের একটি প্রকল্প এই জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস।

আলু ভিনরাজ্যে পাঠাতে অনুমতির দাবিতে বিক্ষোভ কৃষকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আলু নিয়ে এবারে রাস্তায় নামল কৃষকদের একটি। ৩১ জুলাই কোচবিহার শহরে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয় ওই কৃষকরা। আবার এদিনই মাথাভাঙার সতীশেরহাটে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে আলু ছড়িয়ে অবরোধে সামিল হন কৃষকরা। যার ফলে দীর্ঘসময় কোচবিহার-ফালাকাটা সড়কে যানজট হয়। ঘন্টা দেড়েক পরে পুলিশ-প্রশাসনের কর্তাদের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। কৃষকদের মূল দাবি, ভিনরাজ্যে আলু পাঠাতে তাদের অনুমতি দিতে হবে। তা না হলে আলুর দাম স্থানীয় বাজারে কমে যাবে। কৃষকদের লোকসানে পড়তে হবে। গত দুই সপ্তাহ ধরে আলু ভিনরাজ্যে পাঠানোর বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। স্থানীয় বাজারে দাম না কমা পর্যন্ত আলু ভিনরাজ্যে পাঠানো আটকাতে পুলিশের পাহারা বসানো হয়েছে। কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন দত্ত বলেন, "রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আলুর দাম বেড়ে গিয়েছে। সে জন্য রাজ্যস্তরেই আলু ভিনরাজ্যে না পাঠানোর বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়। এটা শুধু জেলার বিষয় নয়। আলুচাষিদের দাবি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।" গ্রাহকদের অবশ্য একটি অংশ প্রশ্ন তুলেছে, কোচবিহারের স্থানীয় বাজারে কেজি প্রতি ৩০ থেকে ৩৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ভিনরাজ্যে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা কোথায়। কৃষকদের দাবি, এবারে শুরু থেকেই আলুর দাম বেশি ছিল। কারণ চাষের খরচ অনেক বেড়ে গিয়েছে। আলু চাষের সময়ে সারের ব্যাপক কালোবাজারি হয়। তাতে দ্বিগুণের বেশি টাকা দিয়ে সার কিনতে। এদিন বেলা ১১ টা নাগাদ কোচবিহার শহরের রাসমেলার মাঠে জমায়েত হন কৃষকরা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কৃষকরা সেখানে জমায়েত হয়েছিলেন। সেখান থেকে একটি মিছিল বের করে শহর পরিক্রমার পর জেলাশাসকের দফতরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন কৃষকরা। কৃষক ধনঞ্জয় বর্মণ বলেন, "এই মুহূর্তে আমরা হিমঘর থেকে আলু বের করতে পাচ্ছি না। কারণ ব্যবসায়ীরা আলু কিনতে চাইছেন না। তাতে করে দাম আরও পরে যাবে। আমরা ক্ষতির মুখে পড়ব।" আরেক কৃষক আনোয়ার আলি বলেন, "চাষের খরচ অনেক বেড়ে গিয়েছে। অনেক দাম দিয়ে সার কিনতে হচ্ছে। এরপরেও অনেক সময় আমরা আলু চাষ করে অনেক ক্ষতির মুখে পড়ছি। এখন একটু লাভের মুখ দেখছি। এখন যদি ভিনরাজ্যে আলু পাঠানো বন্ধ হয় তাহলে বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হবে।" এদিন বেলা ১২ টা নাগাদ মাথাভাঙার সতীশেরহাটে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর আলু ঢেলে অবরোধ করেন কৃষকেরা।

কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড কেন্দ্রের অধীনে আনার দাবি অনন্তের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজ্যভাগের দাবি দিন কয়েক আগেই সংসদে তুলেছিলেন বিজেপি সাংসদ তথা গ্রেটার নেতা নগেন্দ্র রায় (অনন্ত মহারাজ)। এবারে কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নেওয়ার জন্যও সংসদে দাবি তুলেছেন তিনি। ২৯ জুলাই সোমবার সংসদে ওই দাবি করেন অনন্ত। অনন্ত বলেন, "ভারত সরকারের সঙ্গে কোচবিহারের চুক্তির অনুযায়ী দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকার কথা। সেখানে কেন্দ্রের দু'জন প্রতিনিধি থাকার কথা। অথচ তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দফতরের অধীনে রয়েছে।" তৃণমূল অবশ্য অনন্তের ওই দাবির মধ্যে অন্য গন্ধ পাচ্ছে। রাজ্যের শাসক দলের দাবি, অনন্ত মহারাজ আসলে কৌশলে রাজ্যভাগের দাবির দিকেই প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় ওই বিষয়ে তোপ দেগেছেন অনন্তের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কোচবিহারের রাজবাড়ি ও গোসানিমারির রাজপাটের মতো সম্পত্তি রয়েছে। সে সব নিয়ে করেন চুপ রয়েছেন নগেন্দ্র রায়। কেন গোসানিমারির খনন কাজ শুরু করার দাবি করছেন না। কেন গিতালদহ হয়ে রেলপথ চালুর কথা বলছেন না? আসলে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা হচ্ছে। যার জবাব মানুষ দেবে।" সে সব কথার অবশ্য গুরুত্ব দিতে নারাজ নগেন্দ্র। তিনি বলেন, "চুক্তি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনেই থাকবে কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড। সেখানে তা না করে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন দফতরের অধীনে নেওয়া হয় ট্রাস্ট বোর্ডকে। যা কখনও করতে পারে না।"

কিছুদিন আগেই আগেই সংসদে কোচবিহারকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার দাবিতে সরব হয়েছিলেন নগেন্দ্র রায়। তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়। এই অবস্থার মধ্যেই এবারে তিনি কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নেওয়ার দাবি করেন। দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে কোচবিহারের বেশ কিছু ধর্মীয় স্থান রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম কোচবিহার মদনমোহন মন্দির। সমস্ত ধর্মস্থানগুলি কোচবিহার রাজ আমলের। ক্ষমতাবলে কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান জেলাশাসক। যা পুরোপুরি চুক্তির বাইরে বলে নগেন্দ্রের দাবি। নগেন্দ্রের দাবি অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের দু'জন প্রতিনিধি কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডে থাকা কথা। তিনি বলেন, "ওই ট্রাস্ট বোর্ড পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন দিয়ে চুক্তির উলঙ্ঘন করা হয়েছে। সে জন্যই আমি ওই দাবি করেছি।"

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই শুরু হল বাণিজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: টানা কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় বড় ক্ষতি হল আমদানি-রফতানি বাণিজ্য। শুধু কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তেই কয়েক কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়তে হয় বলে ব্যবসায়ীদের দাবি। পাঁচদিন ধরে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে বাণিজ্য বন্ধ ছিল। ২৪ জুলাই বুধবার বাংলাদেশের পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পরে বাণিজ্য পথ খুলে যায়। ধীরে ধীরে পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে শুরু করেছে ওই স্থলবন্দর। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কয়েকদিনে ভারত ও ভুটানের প্রায় সাড়ে তিনশো ট্রাক চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে আটকে ছিল। সীমান্ত খুলে যাওয়ার পরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক বাংলাদেশ যাওয়া শুরু করে। আবার বাংলাদেশের তরফ থেকেও একশোটির মতো ট্রাক এপাশে এসেছে। কাস্টম ক্লিয়ারিং এজেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিকাশ কুমার সাহা বলেন, "গত বৃহস্পতিবার এই পথে বাণিজ্য হয়েছিল। তারপর থেকে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। তাতে প্রচুর ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে প্রত্যেককে। সরকারের অনেক রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে অনেকটা। এখন বাংলাদেশের পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হয়েছে। তাই বাণিজ্য পথ খুলেছে। ধীরে ধীরে পরিবেশ স্বাভাবিক হচ্ছে।" চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক শান্তু ঘোষ বলেন, "আমদানি-রফতানি বন্ধ হওয়ায় প্রত্যেকে ক্ষতির মুখে পড়েছে। কারণ এই বাণিজ্যের উপরে সীমান্তের বহু মানুষ নির্ভরশীল। পাঁচদিন ধরে একই পরিস্থিতি ছিল। এদিন ফের বাণিজ্য চালু হওয়ায় আমরা খুশি। দ্রুত পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে বলে মনে করছি।" চ্যাংরাবান্ধা রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থলবন্দর। ওই পথে ভারত-বাংলাদেশের পাশাপাশি, ভুটান-বাংলাদেশ বাণিজ্যও হয়। সেখানে ইমিগ্রেশন চেকপোস্টও রয়েছে। প্রচুর মানুষও যাতায়াত করেন। গত ১৮ জুলাই চ্যাংরাবান্ধায় আমদানি-রফতানি হয়েছে। তারপর থেকে বাণিজ্য বন্ধ। ব্যবসায়ীরা জানান, ওই পথে মূলত পাথর ও কাঁচা লঙ্কার মতো আনাজ বাংলাদেশে যায়। আবার বাংলাদেশ থেকে কাপড় বোঝাই ট্রাক আসে ভারতে। গত কয়েকদিনে সাড়ে তিনশোটির মতো ট্রাক বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য সীমান্তে অপেক্ষা করছিল। বাংলাদেশের দিকেও প্রায় একশোটি ট্রাক দাঁড়িয়েছিল। ব্যবসায়ীরা জানান, বহু মানুষ ওই কারবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। অনেক শ্রমিক ট্রাক থেকে জিনিসপত্র নামানো-ওঠানোর কাজ করেন। প্রত্যেকেই কার্যত হাত গুটিয়ে বসেছিলেন। চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন প্রায় আড়াইশো থেকে তিনশো ট্রাক যাতায়াত করে। প্রায় আড়াই থেকে তিন কোটি টাকার ব্যবসা হয়। পাশাপাশি ওই সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন পাঁচশো থেকে ছয়শো মানুষ যাতায়াত করে। সেখানে গত কয়েকদিন ধরে তা পঞ্চাশের নিচে নেমে এসেছে। শুধু ওই স্থলবন্দর নয়, হিলি, মেহেদিপুর সহ রাজ্যের সবকয়টি স্থলবন্দরের ছিল একই অবস্থা।

ফের সাতসকালে মাথাভাঙ্গায় উদ্ধার গাঁজা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের সাতসকালে মাথাভাঙ্গায় উদ্ধার গাঁজা। এদিন অরুণাচল থেকে শিলিগুড়িগামী একটি বেসরকারি যাত্রী পরিবাহী বাস থেকে উদ্ধার হয় এই গাঁজা। এদিন সকালে মাথাভাঙ্গা শহরের পঞ্চানন মোড় এলাকায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ নাকা চেকিং করার সময় বেসরকারি বাসে দুটি ব্যাগের মধ্যে মোট ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। এরপর ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সেই গাজাগুলি উদ্ধার করা হয় এবং এই গাঁজা পাচার করার অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত ওই দুই যুবকের নাম কুনাল হালদার ও শুভজিৎ হালদার। দুজনেই নবদ্বীপের বাসিন্দা। ধৃতদের আদালতে তুলে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলেও জানান তিনি। এদিকে ধৃতরা জানান নবদ্বীপের এক ব্যক্তির নির্দেশে আকরাহাট থেকে নবদ্বীপে নিয়ে যাচ্ছিলো এই গাঁজার ব্যাগ। এই গাঁজা নিয়ে গেলে তাদের কেজি প্রতি ২০০০ টাকা করে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বলে জানান। এর আগে কখনো তারা এরকম কাজ করেনি বলেও জানান।

মনোবল বাড়াতে বুথ নেতাদের সংবর্ধনা বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দলের কর্মীদের উৎসাহ দিতে এবারে বুথ পর্যায়ের নেতাদের সংবর্ধনা দিল বিজেপি। গত ২১ জুলাই রবিবার কোচবিহার শহরের পঞ্চানন ভবনে বিজেপির জেলা বিজেপির কার্যকারিনী বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, দলের সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মন, বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সকুমার রায়। এছাড়াও জেলায় দলের সমস্ত বিধায়ক ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠক থেকে প্রত্যেকটি মণ্ডল থেকে বুথ পর্যায়ের একজন করে নেতাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। দলের তরফে জানানো হয়েছে, কোচবিহার জেলায় বিজেপির ৪৩ টি মণ্ডল রয়েছে। ওই মণ্ডলগুলির মধ্যে এবারের লোকসভা নির্বাচনে যে বুথে সব থেকে বেশি লিড হয়েছে বলে, সেই বুথের সভাপতিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে ৪৩ জনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। যা পেয়ে খুশি বুথ কমিটির সভাপতিরা। এক বুথ সভাপতি বলেন, "আমরা খুব ভালো ফল করেছি। সে জন্য শাসক দলের নেতাদের চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে হয়েছে। দল এই লড়াইয়ের জন্য আমাদের সম্মান দিল তাতে কাজের আগ্রহ আরও বেড়ে গিয়েছে।" এবারের লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার লোকসভা আসনে ৩৯ হাজার ২৫০ ভোটে রাজ্যের শাসক দলের কাছে পরাজিত হয় বিজেপি। নিশীথ প্রামাণিকের মতো হেভিওয়েট নেতা প্রার্থী হওয়ার পরেই বিজেপির ওই হারে দলের নেতা-কর্মীদের অনেকেরই মনোবল ভেঙে যায়। গ্রামের দিকে বিজেপি সংগঠন পুরোপুরি দুর্বল হয়ে গিয়েছে। এমনকী শহরের কোনও কর্মসূচিতেও বিজেপি তেমনভাবে লোক জমায়েত করতে পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতি থেকে কর্মীদের উৎসাহ দিতেই ওই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, "ভোটে হেরে হয়তো অনেকের মনে খারাপ হয়েছে। কিন্তু আমাদের ফল সেভাবে খারাপ হয়নি। কারণ গতবারের তুলনায় আমরা বেশি ভোট পেয়েছি। যে বুথে সব থেকে বেশি লিড হয়েছে তার সভাপতিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।"

গৃহবধুর হাত-পা বেঁধে মাথা ন্যাড়া করে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে এক গৃহবধূর মাথা ন্যাড়া করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে। দিন সাতেক আগে দিনহাটার মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও এখনও অভিযুক্তরা অধরা বলে অভিযোগ। স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করে কাজ না হওয়ায় এবার পুলিশ-প্রশাসনের উঁচুতলার আধিকারিকদের অভিযোগ করবেন বলে জানাচ্ছেন ওই গৃহবধূ। কোচবিহারের দিনহাটার ভেটাগুড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাডাঙা এলাকার ওই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই চাপানউতোরও শুরু হয়ে গিয়েছে এলাকায়। জানা গিয়েছে, গত আট বছর আগে ব্রহ্মাণেরচৌকি এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণীর সঙ্গে বিয়ে হয় ভেটাগুড়ির বালাডাঙার এক যুবকের। বিয়ের সময় যুবকের পরিবারের দাবি মতো বেশ কিছু যৌতুকও দেয় ওই তরুণীর পরিবার। অভিযোগ, বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই তরুণীর উপর অত্যাচার শুরু হয়। শুধুমাত্র স্বামীই নয়, শাশুরি, পিসি, ননদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠে আসে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনের। মাঝেমধ্যেই বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দেওয়া হতো বলে জানাচ্ছেন ওই গৃহবধূ। টাকার দাবি পূরণ না হলেই চলত বেধড়ক মারধর। গত সাত দিন আগে সেই অত্যাচার একেবারে চরমে পৌঁছায়। অভিযোগ, স্বামী এবং পরিবারের সকলে মিলে তাঁকে হাত-পা বেঁধে মারধর শুরু করে। কাঁচি দিয়ে তার মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়। রাতে মুক্তি মিললে সোজা বাপের বাড়ি চলে আসেন তিনি। ততক্ষণে তিনি বেশ অসুস্থ। বাপের বাড়ির লোকজনই দ্রুত তাঁকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলে দিনহাটা মহিলা থানায় স্বামী, শাশুড়ি, পিসি শাশুড়ি ও পিসতুতো ননদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ওই গৃহবধূ। এদিকে অভিযোগ দায়ের করার পর ৭ দিন কেটে গেলেও এখনও অধরা অভিযুক্তরা। পলাতক সকলেই। তাতেই ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন ওই তরুণীর বাপের বাড়ির লোকজন। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন তাঁর বাবাও। পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

বকেয়া পরিশোধের দাবিতে ঠিকাদারদের উত্তরকন্যা অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: ১০০ দিনের কাজ শেষে শ্রমিকেরা মজুরি পেয়েছে। কিন্তু এখনও বঞ্চিত ঠিকাদারেরা। অভিযোগ, কাজের জন্য নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ করলেও তা বাবদ রাশি এখনও বকেয়া। এই পরিস্থিতিতে এবার পথে নামলো নর্থবেঙ্গল মনরেগা ভেন্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। বকেয়া আদায়ের দাবিতে বৃহস্পতিবার উত্তরকন্যা অভিযানে সামিল হলেন তারা। ফুলবাড়ি বাজার এলাকা থেকে মিছিল শুরু করে উত্তরকন্যার পথে রওনা হতেই পুলিশি বাঁধায় থমকে দাঁড়াতে হয় তাদের। পরে ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল রওনা হন উত্তরকন্যার উদ্দেশ্যে। বকেয়া রাশি পাওয়ার আশায় দাবি সনদ পেশ করা হয়। তারা জানান, বকেয়া রাশি দ্রুত না মেটানো হলে আগামীতে নবান্ন অভিযান এমনকি কেন্দ্রের কাছেও দরবার করা হবে। প্রয়োজনে দিল্লীতে ধর্না দেওয়া হবে।

জলপাইগুড়ির কুমারটুলিতে মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততাও এখন তুঙ্গে

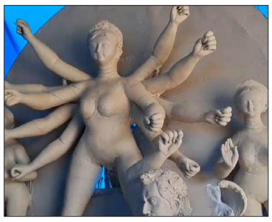

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: দুর্গোৎসবের কাউন্ডাউন শুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই। এরই মধ্যে খুঁটি পুজোর মাধ্যমে দুর্গা পুজোর ডঙ্কা বাজছে চারদিকে। আর মাত্র দু'সপ্তাহ পরেই ঘটবে শরতের আগমন। শ্রাবণ পেরিয়ে ভাদ্র মাস শুরু হতে যাচ্ছে। এক বছরের অপেক্ষার অবসান হবে। শরৎ ঋতুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালির আবেগ। কৈলাশ থেকে সন্তানদের নিয়ে মর্তলোকে আসবেন উমা। বর্তমানে তারই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা। পুজো কমিটিগুলো ইতিমধ্যেই প্রতিমার বায়না করে গেছেন। এখনও আসছেন অনেকে। রয়েছে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা। তা সত্ত্বেও প্রতিমা তৈরির প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি দাম বেড়েছে প্রতিমা তৈরির সরঞ্জামের। মাটির দামও এখন প্রায় আকাশছোঁয়া। যেহেতু মাটি দিয়েই প্রতিমা নির্মাণ করা হয়, তাই মাটি কিনতে গিয়ে ঘাম ছুটছে শিল্পীদের। মৃৎশিল্পীরা চাইছেন পুজো কমিটিগুলোর মতো তাদের জন্যেও কিছু অনুদানের ব্যবস্থা করুক সরকার। অথবা কিছু সরকারি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা চাইছেন মৃৎশিল্পীরা। শিল্পীরা বলেন, এই কাজেই তাদের জীবন জীবিকা। তাই লাভ ক্ষতির মধ্য দিয়েই কাজ করতে হয়। সরকারের পক্ষ কিছু ভাতা দেওয়া হলে অনেক উপকৃত হতে পারি আমরা।

সম্পাদকীয়

দাবদাহ বাড়ছে, পুড়ছে প্রকৃতি

দাবদাহ যেন বেড়েই চলছে। এমন দাবদাহ আগে কখনও দেখেনি কোচবিহার, এই কথা অনেকেই বলে থাকেন। কথাটা যে খুব একটা মিথ্যে তা নয়। পরিসংখ্যান উল্লেখ করলে দেখা যাবে, আজ থেকে পনেরো বা কুড়ি বছর আগে কোচবিহারের আবহাওয়া ছিল অনেকটাই অনেকরকম। গরম যে তখন ছিল না, তা নয়। গ্রীষ্মকালে গরম পড়বে, এ কঠিন কথা কী? কিন্তু হিমালয়ের কোলে অবস্থানরত এই কোচবিহারে গ্রীষ্মেও আবহাওয়া কখনও প্রাণ ওষ্ঠাগত করেনি। একবেলা তীব্র গরম হলে, পরের বেলা হালকা বৃষ্টি প্রাণ শীতল করে দিয়েছে। কিন্তু এখন আর সে দিন নেই। এখন যদি গরম পড়তে শুরু করে, ক্রমশই তা বেড়ে চলে। একনাগাড়ে তা চলতেই থাকে। যা মানুষকে তো বটেই, এই অঞ্চলের পশু-পাখি, জীবজন্তুকেও এক চরম কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়। আমরা কি দেখলাম, কিছু মানুষ বলছেন, এই গরমে শিশুরা স্কুলে গিয়ে অসুস্থতা বোধ করছে। কেউ কেউ অসুস্থ হয়েও পড়ছে। আবার বেশ কিছু গবাদি পশুও না কি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হিমালয়ের এই কোলে আবহাওয়া পাল্টে যাওয়ার কারণ কি? বিশেষজ্ঞরা বলেন, মানুষের জীবনযাত্রা পাল্টে যাওয়া আবহাওয়া পরিবর্তনের একটি বড় কারণ। মানুষ এখন শহুরে জীবনযাত্রায় বা আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাস্তা, বাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে গিয়ে প্রতিদিন বৃক্ষ নিধনের যজ্ঞ চলছে। কিন্তু বৃক্ষরোপণের যজ্ঞ কোথাও চোখে পড়ে না। কিছু কিছু মানুষ নির্দিষ্ট দুই-একটি জায়গায় বৃক্ষরোপণের চেষ্টা করছেন মাত্র। কিন্তু সরকারি ভাবে তেমন কোনও উদ্যোগ খুব একটা চোখে পড়ে না। আর বৃক্ষনিধনই যে আবহাওয়া পাল্টে দিচ্ছে আজ আর তা কারও অজানা নয়।

কবিতা

অন্য জুলাইয়ের কবিতা

.... নীলাদ্রি দেব

রোধের দেয়ালে জাগে হা-মুখ, শাসকের
মোলারে প্রিমোলারে পিষে যায় তরুণের হাড়
প্রতিরোধের ঘাম রক্তে পিছলে যাচ্ছে রাষ্ট্র
পায়ের ধুলো ঘষা-কাচে অন্ধ করছে দৃষ্টি
প্রাচীন মানুষ শরীর দৈর্ঘ্য প্রস্থে রাবার বুলেটে
মুছে দিতে চাইছে গদি ও ভুল গদ্য

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক : সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক : দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক : পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার : ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক : রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক : বিমান সরকার

প্রবন্ধ

বিদ্রোহী!!

...অমিতাভ চক্রবর্তী

ফ্লাইটের সময় ৪:৩০ মিনিট। প্রোগ্রাম তো মনে মনে একটা আঁকাই থাকে। বাগডোগরা ৫ঃ৩০ মিনিট। তারপর সোজা লাটাগুড়ি। আমার পাশে যিনি বসেছেন তার কথাটা ভাবছি! আমাদের স্যার। বিড়াট টিম নিয়ে বিকাল ৬.০০ টার মিটিং এ তিনি বসবেন। তার কোম্পানির সমস্ত উচ্চ পদস্থ কর্মীরা লাটাগুড়িতে পৌঁছে গেছেন। আমিও এই টিমে। কোলকাতা থেকে আমাদের যাত্রা। যাবার ইচ্ছে ছিল না। অমুক তমুক বলে কাটানোর চেষ্টা করেও... আমার বন্ধুবর রমেশজী, নিজেকে মুক্ত করবার বাসনায় ২.০০ টার মধ্যে আমাকে এয়ারপোর্টে মুক্তি দিয়ে জন অরণ্যে মিশে গিয়েছেন। দাদা, গুডবাই!! হাত নেড়ে অবশ্য বলেছিলেন। হাতে অনেক সময়। দু তিনটে বই কিনলাম। ভাবনা কিন্তু লাটাগুড়ি। যদি সময়ে পৌঁছাতে না পারি????? কতগুলো ডিলার আসবে!!!!! যদি চলে যায়, আমাদের টিমকে অনেক প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে। আমার পাশের "বস" উত্তর কি দেবেন!! ফ্লাইট FE 603 ডিলেড! এয়ারপোর্টের হাজারো ডিসপ্লে। Flight Delayed. প্রায় ৪৫ মিনিট। এইটুকু মেনে নিতে হয়। প্রতিবাদ করতে শুরু করলাম। কলকাতা বাগডোগরা ফ্লাইট। স্পাইসজেট নামের একটা বিমান সংস্থা যাত্রীদের কিভাবে হ্যারাজ করা যায় তা জানে। ইংরেজি ভাষায় ট্রেন দেরি হলে বলে ট্রেন লেট। আর ফ্লাইট উঠতে দেরি হলে বলে ডিলেড। গন্ডগোল লাগলো একটু পরে। আমি এবং আমার সহযাত্রীরা বাসযাত্রায় দেরী হলে যেভাবে কন্ডাক্টার আর ড্রাইভারকে প্রশ্ন করতে থাকি, সেভাবেই এয়ার ক্রিউকে ব্যতিব্যস্ত করে দিলাম। পাইলট ককপিট বন্ধ করে দিয়েছে। বাঙ্গালির অভিধানে "ক্যাচাল" বলে একটা শব্দ হয়ত আছে। সেই "শব্দের" মান সন্মান যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেই ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে নিলাম। স্পাইসজেট বলছে না ফ্লাইট কখন ছাড়বে। অথচ বোর্ডিং কমপ্লিট। এমন একটা অবস্থার মধ্যে ভাষার রকমারি প্রয়োগ শুরু হলো। প্রথমে আমি, তারপর আরও কয়েকজন। এয়ারক্রিউ পুরুষ। সে একটু প্রথমে খুব স্মার্টনেস দেখালেও পরে শুকিয়ে গেছে। বাঙ্গালির রক্ত আমার ধমনীতে, এয়ারপোর্টের রানওয়েতে সব প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে দেবার হুংকার যখন দিলাম, তখন স্পাইসজেট নামের সিংহ যে কখন বিড়াল হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। ফ্লাইট যখন টেকঅফ করলো তখন, যুদ্ধ জেতার আনন্দে মুষ্টিটা ছুড়ে দিতে ইচ্ছে হলো। তারপর আলো আর আলোর রোশনাই ছেড়ে, রক্তিম মেঘনদীর অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে....যা দেখলাম তা এক অব্যক্ত অনুভূতি!! ফ্লাইট উপরে আরও উপরে উঠছে। আমার রক্তিম মেঘনদী এখন কালো। ঘুম এসে গিয়েছিল। **Sir, Would you want to taste coffee or tea? I am for you and hope you're enjoying the ride.** পেছন ফিরে তাকালাম। সেই এয়ারক্রিউ। সুদর্শন এক পুরুষ। যাকে একটু আগে রকমারি ভাষায় "অভিনন্দিত" করে বিদ্রোহী হয়েছি। দেখছি, সে আমার দিকে তাকিয়ে। স্যার,........ প্রফেশনালিজম কি এত কাটখোট্টা হতে পারে!! একটু আগেই এদের বাপান্ত করেছি। লজ্জা হলো। ভীষণ, ভীষণ লজ্জা হলো। অহংকারকে যে এমনভাবে দুরমুজ করা যায়, শিখলাম। এয়ারক্রিউ-এর থেকে। স্যার, আমি তো চাকরি করি। আমার কোম্পানি বহু কর্মীকে ছাটাই করে দিয়েছে। এবার আমাদের পালা। কি করব জানি না। তবে যতদিন এই পোষাক কোম্পানি দেবে আমি কিন্তু কোম্পানির স্বার্থটাই দেখবো। আপনি চিৎকার করছিলেন। আমরা ভয়ে ভয়ে ছিলাম। ভাবছিলাম এটাই হয়ত শেষ জার্নি। আমি নির্বাক। চাবুক পড়ছে আমার সর্বাঙ্গে। আমরা উড়ছি। বাগডোগরার দিকে আমাদের অভিমুখ। এই স্পাইসজেটে আর চড়বো না। শিক্ষা হয়েছে। ******কিন্তু এয়ারক্রিউ, সে তো উড়বে! ঝলমলে পোষাক পড়ে অপেক্ষা করবে, ফ্লাইট কখন উড়বে!!! বাগডোগরা আসছে। সিট বেল্টটা বেঁধেনিলাম। চকমক আলোর আড়ালে যে কি অন্ধকার, কতজন জানে !!!

দেশের নাগরিকদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা সীমান্ত-পথ খোলা রাখার নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বাংলাদেশে অস্থিরতা শুরু হতেই আতঙ্কে পড়ে যান সেখানে পাঠরত ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা। প্রশাসন সূত্রেই জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশুনো করেন। তার মধ্যে মেডিক্যাল পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি। অস্থির পরিস্থিতিতে দেশে ফিরতে সীমান্তে ঢল নামে ওই ছাত্রছাত্রীদের। ওই পড়ুয়াদের যাতে কোনও অসুবিধের মধ্যে পড়তে না হয় সে জন্য পুলিশ ও বিএসএফের তরফ থেকেও একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সীমান্তে শিবির খুলে দেওয়া হয়। দেশে ফেরা কয়েকজন ছাত্রছাত্রী বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় কবে খুলবে তা আমাদের জানানো হয়নি। শুধু পুলিশের পাহারায় সীমান্তে পৌঁছে দিয়েছে। দেশে ফিরে খুব ভালো লাগছে। আমরা খুব আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম।" কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "ছাত্রছাত্রীদের যাতে কোনওরকম অসুবিধে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।"

কোচবিহারের স্থলবন্দর চ্যাংরাবান্ধা হয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরেছেন ছয়শো জনের বেশি ছাত্রছাত্রী। ওই ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে আটকে ছিলেন। তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী আটকে ছিলেম রংপুর মেডিক্যাল কলেজে। ভারতের পাশাপাশি নেপাল, মালদ্বীপের ছাত্রছাত্রীরাও সেখানে ছিলেন। বাংলাদেশে কার্ফু জারি করা হয়েছিল। তাই কলেজগুলির তরফে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বাইরে বেরোতে বারণ করা হয়। এই অবস্থার মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট খোলা রাখার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের দায়িত্বে

থাকা এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "চব্বিশ ঘন্টা চেকপোস্ট খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যত রাতেই ছাত্রছাত্রীরা ফিরুক তাঁদের সবরকম সহযোগিতা করা হবে।"

চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে ভারতে ফেরেন অসমের নলহাটির বাসিন্দা মোস্তাফিজুর রহমান। তাঁর সঙ্গে আরও বহু ছাত্রছাত্রী ছিলেন। ওঁরা প্রত্যেকেই ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়া। যাদের মধ্যে নেপাল, ভুটানের এবং একজন মালদ্বীপের। শুক্রবারও ওই সীমান্ত পথে আরও ৩৩ জন পড়ুয়া ফিরেছেন। মোস্তাফিজুর বলেন, "আমরা কলেজ হস্টেলে আটকে ছিলাম। বাইরে বেরোয়নি। দু'দিন ধরে ইন্টারনেট বন্ধ। কোনও ভাবে বাড়িতে ফোন করে জানাই আমরা ভালো আছি। বাড়ির সকলে খুব চিন্তায় পড়ে যায়।" তিনি জানান, ২৬ জুলাই রাত ৯ টা ময়মনসিংহের হস্টেল থেকে ওই ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রওনা হয় গাড়ি। সঙ্গে ছিল পুলিশ পাহারা। শনিবার সকালে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে পৌঁছয় গাড়ি। তিনি বলেন, "কবে কলেজ খুলবে জানি না। আমাদের তেমন কিছু জানানো হয়নি। আশা করছি পরিস্থিতি শান্ত হলে ফিরতে পারব।"

ওই পরিস্থিতির মধ্যেই বাংলাদেশের বাসিন্দারা ঝুঁকি নিয়েই চিকিৎসা করাতে পৌঁছেছেন ভারতে।রংপুর থেকে এদিন দুপুরে চ্যাংরাবান্ধায় পৌঁছন বাংলাদেশের একটি পরিবারের তিন সদস্য। সঙ্গে থাকা এক মহিলা বলেন, "আমার স্বামীর হৃদযন্ত্রে সমস্যা রয়েছে। অস্ত্রপচার করাতে হবে। ব্যাঙ্গালুরু যাব। দেশে অনেক গন্ডগোল চলছে। তার মধ্যেই আসতে হয়েছে।" দিন কয়েক আগে ভারতে এসেছিলেন মানিকগঞ্জের বাসিন্দা বিজনকুমার দত্ত। তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে দার্জিলিং গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "ছুটিতে ঘুরতে এসেছিলাম। তার মধ্যেই দেশে গন্ডগোলের ঘটনা শুনছি। বাড়িতে ফিরতেই হবে। গাড়ি কম চলছে শুনছি। কি করে ফিরব বুঝতে পাচ্ছি না।" আবার বেশ কিছু বাংলাদেশি ভারত সফর কাটছাট করে এদিনই দেশে ফিরেছেন। দু'দিন আগেই বাংলাদেশ থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছন দুই বন্ধু হাফিজুর রহমান ও আসিফ খান। ওঁরা বলেন, "দার্জিলিংয়ে ঘুরব।বলে এসেছিলাম। এখন পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পাচ্ছি না। বাড়িতে স্ত্রী, সন্তান ও অন্য পরিজনেরা রয়েছে। তাই সফর বাতিল করে দেশে ফিরছি।"

চিকিৎসা করাতে এসে চোরের খপ্পড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটা হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে এসে চোরের খপ্পড়ে দিনহাটার চৌধুরীহাট গ্রামের এক মহিলা। চুরি করতে এসে হাতেনাতে পাকড়াও দিনহাটা কৃষি মেলায় বসবাসরত যাযাবর দুই মহিলা। দিনহাটা থানা পুলিশ চোর সন্দেহে দুই মহিলাকে ইতিমধ্যে আটক করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ দিনহাটা চৌধুরীহাট এলাকার বাসিন্দা দীপ্তি মোদক শারীরিক অসুস্থতার কারণে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন দিনহাটা হাসপাতালের বহির্বিভাগে। সেখানে অপেক্ষারত রোগীদের প্রচন্ড ভিড় থাকায় তিনি লাইনে দাঁড়ান। আর সেই ভিড়ের সুযোগ নিয়েই রোগী সেজে দিনহাটা কৃষি মেলায় বসবাসরত যাযাবর গোষ্ঠীর দুই মহিলা তার হাতব্যাগ টান মেরে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ভিড় বেশি থাকায় তাদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি। মুহূর্তেই অন্যান্য রোগী এবং রোগীর পরিজনদের সহায়তায় সেখানেই ধরে ফেলে ওই দুই মহিলাকে। হাতেনাতে ধরা পড়ার পর অঝোরে কান্নাকাটি করতে থাকে সেই দুই মহিলা। খবর দেওয়া হয় দিনহাটা থানায়। পরবর্তীতে দিনহাটা থানার পুলিশ এসে সেই দুই মহিলাকে আটক করে নিয়ে যায়। ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে দিনহাটা হাসপাতাল চত্বরে। প্রসঙ্গত দিনহাটা শহর এবং শহর লাগোয়া কৃষি মেলা সহ অন্যান্য এলাকায় বছরের বেশ কিছু মাস ধরে যাযাবর গোষ্ঠীর মানুষেরা অস্থায়ী তাবু করে থাকে। অন্যান্য অসামাজিক কাজে তাদের যুক্ত থাকার একাধিক অভিযোগ এসেছিল। আর সেই তালিকায় এবার সংযোজন দিনহাটা হাসপাতালে চুরির চেষ্টা।

কোচবিহারে শোভনসুন্দর বসু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দিন কয়েক আগে কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে আবৃত্তির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন শোভনসুন্দর বসু। আবৃত্তির জগতে তিনি একটি বড় নাম। উচ্চ আদালতের আইনজীবীর কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি এখন পুরোপুরি আবৃত্তির জগতে নেমেছেন। রাজ্য-দেশ পেরিয়ে তিনি বিদেশেও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি মনে করেন বাংলা ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আবৃত্তি একটি বড় ভূমিকা পালন করবে। তিনি আরও দাবি করেন, আবৃত্তিশিল্পেও প্রয়োজন ধ্রুপদী সঙ্গীতের মতোই স্বরচর্চা। দেশ-বিদেশের নানা অভিজ্ঞতার পর বাচিকশিল্পী শোভনসুন্দর বসুর মনে হয়েছে, যে যেমন খুশি দর্শকদের কাছে নিজের প্রতিভা উপস্থাপন করতে চাইছেন। তা আবৃত্তি শিল্পের ক্ষতি করছে। দর্শকদের রুচি ও চাহিদার আমূল পরিবর্তন এসেছে বলেও জানান তিনি। পঁয়ত্রিশ বছর আবৃত্তি জগতের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন শোভনসুন্দর। বাবা শিবসুন্দর বসুর কাছে আবৃত্তির হাতেখড়ি নেওয়া ও উৎপল কুণ্ডুর শিষ্য তিনি। শব্দের ধ্বনি প্রকাশের কৌশল, উচ্চারণ বিন্যাস, স্বরের মধ্যে নানা শ্রুতির ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন তিনি। শোভনসুন্দর মনে করেন, 'স্বরের নানা অনুভূতি সৃষ্টি করতে জানতে হবে শুদ্ধ ও কোমল স্বরের ব্যবহার, স্বরের মীড় ও কম্পন।

তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে জানান, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ঝোঁকের কারণে নতুন প্রজন্মের কাছে বাচিক শিল্পের আকর্ষণ দ্রুত কমছে। কয়েক বছরের চেষ্টায় তিনি গড়ে তুলেছেন 'শোভনসুন্দর অ্যাকাডেমি অব পারফর্মিং পোয়েট্রি'। শুধু কলকাতা বা দেশে বাইরেও তাঁর সংস্থার শাখা তৈরি হয়েছে। তিনি নিয়মিত বিদেশে যাতায়াত করেন। বিদেশের বাঙালিদের নতুন করে বাংলা ভাষার প্রতি টান তাঁকে খুশি করেছে।।

একুশে যোগ দিতে ট্রেন ভর্তি তৃণমূল কর্মী, যাত্রী হয়রানির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার ও দিনহাটা: একুশে জুলাইয়ের সভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে যাত্রী হয়রানির অভিযোগ উঠল তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে। একুশে জুলাইয়ের সভার আগের কয়েকদিন নিউকোচবিহার, আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজারো হাজারো তৃণমূল কর্মী-সমর্থক কলকাতা যেতে শুরু করে। অভিযোগ, তাদের অধিকাংশের কাছে কোনও টিকিট ছিল না। তারপরেও তারা সাধারণ কামরা তো বটেই, সংরক্ষিত কামরা ৪ গিয়েও বসে পড়ে। তাতে অসুবিধের মুখে পড়তে হয় বহু মানুষকে। গত ১৯ জুলাই দিনহাটার গোপালনগরের বেনেজির খাতুন ছোট্ট শিশুকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় বাপের বাড়ি যাচ্ছিলেন। দিন কয়েক আগেই উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের সংরক্ষিত কামরার তিনি টিকিট কেটেছিলেন। অভিযোগ, তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা ওই মহিলাকে আসন ছেড়ে দিয়ে উপরের আসনে যেতে চাপ তৈরি করেন। এরপরেই ওই মহিলা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আমার টিকিট নম্বর এস সিক্স, ৪৫। ছোট বাচ্চা রয়েছে তারপরও আমাকে বলছে উপরে উঠতেই হবে। বিষয়টি আমি আরপিএফকে জানাব।" ২১ জুলাইয়ের সভায় যোগ দিতে কোচবিহার থেকে দিন কয়েক ধরেই ছুটছেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা কলকাতাগামী প্রায় সমস্ত ট্রেনেই উপচে পড়েছে ভিড়। শুধু ওই ঘটনা নয়, অভিযোগ রয়েছে, এদিনও তৃণমূল কর্মীদের একটি অংশ টিকিট না কেটেই

সংরক্ষিত কামরায় উঠে বসেন। অসংরক্ষিত কামরায় তো চাপাচাপি অবস্থা। তৃণমূল অবশ্য অভিযোগ মানতে চায়নি। এবারের লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার আসনে বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকে ৩৯ হাজার ২৫০ ভোটে হারিয়ে দেন তৃণমূলের জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। তারপর থেকে বিজেপিতে কার্যত ধস নামে। কোচবিহারে বিজেপির দখলে ছিল ২৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত। লোকসভার ফল ঘোষণার পর থেকে এখন পর্যন্ত তা কমে দাঁড়িয়েছে ৯ টিতে। পনেরোটি গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে রাজ্যের শাসক দল। ১৫০ জনের বেশি বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি শাসক দলের। উত্তরবঙ্গের আটটি আসনের মধ্যে এই একটি মাত্র আসন কোচবিহার তৃণমূল দখল করেছে। দলনেত্রী তা নিয়ে খুশির কথা জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে একুশে জুলাই কোচবিহারের তৃণমূল নেতা-কর্মীদের আলাদা উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। আগেই তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, আরেক রাজ্য সহ সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, দলের মুখপাত্র কোচবিহারের নেতা পার্থপ্রতিম রায় কলকাতায় পৌঁছে যান। বিজেপির কোচবিহার জেলের সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "বিনা টিকিটে যাতায়াত করা তৃণমূলের স্বভাব।" অভিযোগ ঠিক নয় বলে দাবি করেন জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ।

সপ্তাহ শেষে কালো মেঘে ঢাকা জলপাইগুড়ি সহ উত্তরের আকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: মৌসুমী বায়ু সক্রিয় হতেই দুর্যোগের ঘনঘটা, শুক্রবার কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে আলিপুরদুয়ারে লাল, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিংয়ে কমলা সতর্কতা জারি করেছে। সেই মোতাবেক শুক্রবার রাত থেকেই পাল্টেছে জলপাইগুড়ির আবহাওয়া, গত কয়েক দিন ধরে তীব্র দাবদাহের সঙ্গে আদ্রতাজনিত অস্বস্তি কাটিয়ে অনেকটাই যেন এগিয়ে এসেছে শীতের অনুভূতি। শনিবার সকাল থেকেই চলছে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। সপ্তাহের শেষ দিনে কাজে কর্মে রাজপথে চলা আমজনতার সঙ্গী হয়েছে ছাতা, রেইন কোট। তবে এমন পরিস্থিতিতে সিকিম সহ কালিম্পং জেলার প্রতি বাড়তি সতর্কতা জারি করে সিকিমে অবস্থিত কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা জানিয়েছেন, ঝাড়খণ্ডের ওপর সৃষ্টি নিম্ন চাপটি পশ্চিম-উত্তর পশ্চিমে অগ্রসর হচ্ছে, সেই কারনেই মৌসুমী বায়ুর পূর্ব প্রান্ত ফের সক্রিয় হওয়াতেই আগামি ৬ ই আগস্ট পর্যন্ত উত্তরের পাহাড় ও সমতলে এই দুর্যোগ চলবে, যে কারনে ভূমি ধস এবং হড়পা বানের আশঙ্কা রয়েছে প্রবল। অপরদিকে গত চব্বিশ ঘণ্টায় জলপাইগুড়িতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ০৯.৬০ মিলিমিটার, শিলিগুড়ি ০৫.৪০, আলিপুরদুয়ার ১২.৪০, হাসিমারা ৪৭.৬০ মিলিমিটার।

চা বাগান আয়োজিত হলো বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও ফালাকাটা থানার ব্যবস্থাপনায় শুক্রবার ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত হলো বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। জানা গিয়েছে, লোকেশ্বরানন্দ আই ফাউন্ডেশনের চক্ষু চিকিৎসক গন এই শিবিরে হাজির শতাধিক মানুষের চক্ষু পরীক্ষা করেন। যাদের দৃষ্টি শক্তির সমস্যা আছে তাদের চশমা দেওয়া হয়। এদিনের ওই চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, ফালাকাটা থানার আইসি সমিত তালুকদার ছিলেন জটেশ্বর পুলিশ ফাঁড়ির ওসি অসীম মজুমদার প্রমুখ। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

জাতীয় অঙ্গদান দিবস পালন করল এমজেএন মেডিক্যাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অঙ্গদান একটি মহৎ কাজ মানুষের শরীরের অঙ্গ এবং টিস্যু যা সঠিকভাবে কাজ করে তাদের জীবন বাঁচাতে রোগীদের দেহে সংগ্রহ করে প্রতিস্থাপন করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, দাতার মৃত্যুর পরে অঙ্গ দান করা হয়। তবে দাতারা জীবিত থাকা অবস্থায়ও কিছু অঙ্গ দান করা যায়। অঙ্গ দান বাচ্চাদের শেখার ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করতে এবং তাদের ডাক্তারি পড়াশোনা আরও ভাল করতে সহায়তা করে। জাতীয় অঙ্গদান দিবসকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে উদ্যোগ নিল কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শনিবার দুপুরে মেডিকেল কলেজ চত্বরে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় সহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে পড়ুয়ারা। এদিন কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ জানান, আজ ভারতীয় অঙ্গদান দিবস। সাধারণ মানুষকে অঙ্গ দানে উৎসাহী করতে এই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজে উপস্থিত রোগীর পরিজনদের অঙ্গ দানের মাধ্যমে মানুষের প্রাণ বাঁচানোর কথা তুলে ধরা হয়।

সরকারি দৃষ্টিহীন স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার বাবুরহাটের সরকারি দৃষ্টিহীন স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন উত্তরবঙ্গ প্রতিবন্ধী সংগ্রাম সমিতি। বৃহস্পতিবার বেলা দুটো নাগাদ কোচবিহার সাগরদিঘী সংলগ্ন জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান তারা। তাদের অভিযোগ কোচবিহার বাবুরহাট সংলগ্ন যে সরকারি ব্লাইন্ড স্কুল রয়েছে সেই স্কুলের নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। আর এই নিয়েই কোচবিহার জেলাশাসক দপ্তরের জেলা শাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করবেন বলে জানান তারা। এদিন তারা স্মারকলিপি দেওয়ার পর বলেন আমরা জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করলাম। যদি কোন সুরাহা না হয় তাহলে আমরা আবারো পথে নামবো।

শিক্ষকদের অনিয়মিত উপস্থিতির অভিযোগে স্কুলে তালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: খাতায়-কলমে রয়েছে ৬ জন শিক্ষক কিন্তু বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন দু থেকে তিনজন। আর যে ২-৩ জন শিক্ষক বিদ্যালয়ে আসেন তারাও আসেন নির্দিষ্ট সময়ের অনেকটা পরে, ফলে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ঠেকেছে তলানিতে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দেরিতে বিদ্যালয়ে আসা সহ নিম্নমানের পঠন-পাঠনের অভিযোগ তুলে স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিল বিক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা। বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক এগারোটা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা ১ নং ব্লকের বাত্রিগাছ ফ্রাগমেন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ অভিভাবকদের অভিযোগ স্কুলে এই মুহূর্তে ছয়জন শিক্ষক কর্মরত থাকলেও তারা ঠিকঠাকভাবে কেউ বিদ্যালয়ে আসেন না। যদিও বা দুই একজন শিক্ষক বিদ্যালয়ে আসেন তবে তারা আসেন নির্দিষ্ট সময়ের অনেকটা পরে। কেউ আসে বেলা ১২ টায় তো কেউ আসে বেলা একটায়। আর এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন পাঠন গিয়েছে তলানিতে। এছাড়াও স্কুল থেকে মিড-ডে মিলের নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। অভিভাবকদের অভিযোগকে সমর্থন জানিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নূর নবী মিয়া জানান, স্কুলের শিক্ষকেরা সময়মতো স্কুলে আসে না, কোনদিন একজন আসে তো কোনদিন দুইজন বাকিরা সবাই অনুপস্থিত। এছাড়াও যারা স্কুলে

আসেন তারাও বেশিরভাগ সময় বারোটার পরেই স্কুলে আসেন। এর আগে একাধিকবার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ বাকি শিক্ষকদের এ বিষয়ে অবগত করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরও কোন সুরাহা না মেলায় অবশেষে আজ অভিভাবকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে।

অপরদিকে বিদ্যালয়ে দেরিতে আসার অভিযোগের প্রতি উত্তরে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ রায় বলেন, প্রত্যেক দিনই সময় মতো আসা হয় তবে আজ বিদ্যালয়ের কাজেই একটু বাইরে ছিলাম সেজন্য আসতে দেরি হয়েছে। এছাড়াও মিড-ডে মিলের ব্যাপারে অভিযোগ শুনে তিনি জানান, এ ব্যাপারে রাঁধুনিদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

অ্যাডভেঞ্চার বিভাগেআ আধিপত্য বিস্তারে নতুন ইয়েজদি অ্যাডভেঞ্চার

শিলিগুড়ি: জাওয়া ইয়েজদি মোটরসাইকেল নতুন ইয়েজদি অ্যাডভেঞ্চার লঞ্চ করেছে। এটি একটি রি-ইঞ্জিনিয়ার করা এবং নতুন ডিজাইন করা বাইক যা অ্যাডভেঞ্চার ক্যাটাগরিতে জয়লাভের প্রতিশ্রুতি দেয়। ২,০৯,৯০০ টাকা থেকে শুরু (প্রাক্তন-শোরুম দিল্লি), এই বাইকটি অসাধারণ পারফরম্যান্স, বৈশিষ্ট্য এবং ডিজাইন নিয়ে গর্ব করে। নতুন ইয়েজদি অ্যাডভেঞ্চার একটি ৩৩৪সিসি লিকুইড-কুলড ইঞ্জিন দ্বারা চালিত, যা ২৯.৬পিএস এবং ২৯.৯এনএম শক্তি সরবরাহ করে, একটি মসৃণ এবং আরও শক্তিশালী রাইড নিশ্চিত করে। উন্নত থার্মাল ম্যানেজমেন্ট এবং পারফরম্যান্সের জন্য বাইকটিতে একটি নতুন সেন্ট্রাল এক্সহস্ট রাউটিং রাখা হয়েছে। এর ক্লাস-লিডিং ২২০এমএম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স এবং লং-ট্রাভেল সাসপেনশন উচ্চতর অফ-রোড ক্ষমতা এবং ট্যুরিং-এ আরাম প্রদান করে। বাইকটির ডিজাইন একটি নতুন ইন্টিগ্রেটেড মেইন কেজ, নতুন ডেকাল প্যানেল এবং ফ্রেস কালারওয়ে দিয়ে নতুন করে সাজানো হয়েছে। নতুন ইয়েজদি অ্যাডভেঞ্চার রাইড মোড, টার্ন-বাই-টার্ন নেভিগেশন, ব্লুটুথ কানেকটিভিটি এবং সুরক্ষা এবং স্থায়িত্বের জন্য একটি শক্তিশালী নতুন সাম্প গার্ডের মতো উন্নত বৈশিষ্টের সঙ্গে আসে।জাওয়া ইয়েজদি মোটরসাইকেলের সিইও আশিস সিং জোশির মতে, "ইয়েজদি অ্যাডভেঞ্চার সবসময় নিখুঁত ভারসাম্যকে মূর্ত করেছে, যে কোনও ভূখণ্ড জয় করার জন্য এর জন্ম। এখন, আমরা সেই ভারসাম্যকে নতুন আলফা-২ ইঞ্জিন, উন্নত বৈশিষ্ট্য এবং একটি অপরাজেয় মূল্য দিয়ে সংজ্ঞায়িত করছি।" নতুন ইয়েজদি অ্যাডভেঞ্চার চারটি রঙে পাওয়া যায়: টর্নেডো ব্ল্যাক, ম্যাগনাইট মেরুন, উলফ গ্রে এবং গ্লেসিয়ার হোয়াইট। এর অপরাজেয় পারফরম্যান্স, বৈশিষ্ট্য এবং ডিজাইনের সঙ্গে, এই বাইকটি অ্যাডভেঞ্চার বিভাগে আধিপত্য বিস্তার করতে প্রস্তুত।

বিশাল কলেকশনের সাথে এক দিনেই ডেলিভারির প্রতিশ্রুতি অ্যামাজনের

কলকাতা: অ্যামাজন ইন্ডিয়া ভারত জুড়ে ডেলিভারি বিকল্পগুলিকে প্রসারিত করেছে, যার সূচনা হয়েছিল ২০১৪ সালে যখন কোম্পানি অর্ডারের পরের দিনই ডেলিভারির পরিষেবাকে শুরু করেছিল। পরবর্তীতে, কোম্পানি ২০১৭ সালে একই দিনের মধ্যে ডেলিভারির পরিষেবা চালু করে। এই বছর, প্রাইম সদস্যরা ১০ লাখেরও বেশি আইটেম বিনা ডেলিভারি চার্জে একই দিনে এবং ৪০ লাখের বেশি আইটেম পরের দিন খুব সহজেই পেয়েছেন।

অ্যামাজন, এই বছর প্রাইম সদস্যদের একই বা পরের দিনের মধ্যে ৫ বিলিয়নের বেশি আইটেম ডেলিভারি করে নতুন একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে। শিশুদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, আইলাইনার, বাগানের সরঞ্জাম, ঘড়ি এবং ফোন সহ ভারতের সমস্ত প্রাইম সদস্যের অর্ডারগুলির প্রায় ৫০% একই দিনে, বা পরের দিনের মধ্যে দ্রুত ডেলিভারি করা হয়েছে। অ্যামাজন বিক্রেতাদেরকে ধারাবাহিক অর্ডার এবং পুনঃঅর্ডারের জন্য তাদেরকে গ্রাহকদের আরো কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। কোম্পানি তার কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে প্রাইম সদস্যদের কাছে দ্রুত প্যাকেজ সরবরাহ করার জন্য তার কাঠামো আপগ্রেড করার দিকে নজর দিয়েছে। সদস্যরা প্রাইম ডে এবং অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন, বিশেষ ডিল উপভোগ করার পাশাপাশি, প্রাইম ভিডিওর মাধ্যমে পুরস্কার বিজয়ী বিনোদনে অ্যাক্সেস, অ্যামাজন মিউজিকের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ গান এবং পডকাস্টে সীমাহীন বিজ্ঞাপন-মুক্ত অ্যাক্সেস, সহ বিভিন্ন সুবিধার সুযোগ নিতে পারবেন। এছাড়াও, তারা ১০০+ অ্যামাজন পে পার্টনার মার্চেন্টের পেমেন্টে সীমাহীন ২% রিওয়ার্ড পয়েন্ট এবং ৩৫টি ভারতীয় শহরে অন্যান্য সমস্ত পেমেন্টে ১% উপার্জনের সুযোগ পাবেন।

এই বিষয়ে অ্যামাজন প্রাইম ইন্ডিয়া-এর ডেলিভারি এক্সপেরিয়েন্স, ডিরেক্টর এবং কান্ট্রি হেড, অক্ষয় সাহি জানিয়েছেন, "আমরা গ্রাহকদের সুবিধা, মূল্য এবং দক্ষ ডেলিভারি বিকল্প প্রদান করতে ক্রমাগত উদ্ভাবন করে চলেছি। আমাদের অপারেশনাল উদ্ভাবন একই এবং পরের দিন ডেলিভারি বৃদ্ধি করে, পণ্যগুলি যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকে তা নিশ্চিত করেছে।"

প্রকাশিত হল ইউএসএফবি ব্যাঙ্কের ত্রৈমাসিকের ফলাফল

কলকাতা: উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক, তার শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের ঘোষণা করেছে, যেখানে ব্যাঙ্কের গ্রস লোন বুক এবং সিকিউরড বুকে ১৯% YoY বৃদ্ধির রিপোর্ট করেছে। বাঙ্কের অর্থ বিতরণ ৫,২৮৬ কোটি টাকাতে পৌঁছেছে। ত্রৈমাসিকে ইউএসএফবি-এর সংগ্রহ দক্ষতা ছিল প্রায় ৯৮% এবং এর এনডিএ সংগ্রহ ধারাবাহিকভাবে ৯৯% ছিল। আমানত ২২% YoY বেড়েছে এবং CASA-এর সাথে ২৭% YoY বেড়ে ₹৮,৩৩৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ব্যাঙ্কের Q1FY25NII ছিল ₹৯৪১ কোটি, যার নেট আয় ৯.৩%। ব্যাঙ্কের আয়ের অনুপাত ছিল ৫৫%, এবং এর মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত ছিল ২৪.৮%। এই বিষয়ে, উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের এমডি ও সিইও জনাব সঞ্জীব নৌটিয়াল বলেছেন, "আমরা আমাদের ফোকাসড ব্যবসায়িক পদ্ধতির সমাপ্তির সাথে দৃঢ় সংযোগের মাধ্যমে ১৯% YoY থেকে ৩০,০৬৯ কোটি পর্যন্ত হেলদি অ্যাসেট বুক করতে পেরেছি। আমাদের সিকিউরড অ্যাসেট যেখানে ৫% QoQ-এর সাথে উন্নত হয়েছে, বিশেষ করে সাশ্রয়ী মূল্যের খাতে। ব্যাঙ্ক, আগামী বছরের শেষ নাগাদ মোট গ্রস অগ্রিমের ৪০% সুরক্ষিত বই অবদান উন্নত করার প্রত্যাশা করেছে। মাইক্রো-মর্টগেজ, গোল্ড লোন এবং যানবাহন ফাইন্যান্সের মতো নতুন ব্যবসায়িক অংশগুলি ব্যবসার পরিমাণ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।"

জীবন বীমা শিল্পে বিপ্লব ঘটাতে প্রস্তুত আভিভা ইন্ডিয়া

কলকাতা: আভিভা লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত জীবন বীমা কোম্পানি, তার সিগনেচার সিরিজকে প্রসারিত করে দুটি নতুন বীমা লঞ্চ করেছে, প্ল্যাটিনাম এবং প্রিভেন্টিভ ওয়েলনেস প্যাকেজ। এই পণ্যগুলির সাথে আভিভা সিগনেচার থ্রীডি টার্ম প্ল্যানকে আরও উন্নত করা হয়েছে। এটি ভারতের প্রথম ব্র্যান্ড, যা এই বীমা পণ্যগুলিকে একটি প্রতিরোধমূলক সুস্থতা কৌশল অন্তর্ভুক্ত করেছে।

গুরগাঁওয়ের দ্য লীলা অ্যাম্বিয়েন্সে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোম্পানির সিইও এবং এমডি অসিত রথ, গ্রাউন্ড ব্রেকিং প্রোডাক্ট এবং প্রিভেন্টিভ ওয়েলনেস প্যাকেজ প্রবর্তন করেন। এছাড়াও, প্রিভেনটিভ ওয়েলনেস প্যাকেজ তৈরি করতে নয়েজের সহ-প্রতিষ্ঠাতা অমিত খাত্রী, ফিট্রোফি-এর সিইও পুনীত মানচন্দ, এবং ড্রস্টোর-এর সিইও নীরজ কাটারে সহযোগিতা করেছিলেন। উভয় পরিকল্পনাই কোম্পানির গ্রাহকদের আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং সাধারণ সুস্থতার গ্যারান্টি দিয়ে বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে আভিভার "লিভ লাইফ" লক্ষ্য অনুসারে তৈরি।

এই বীমাগুলি আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং ব্যক্তিগত সুস্থতার মধ্যে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক সম্পর্ককে তুলে ধরে। আভিভা সিগনেচার ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান-প্ল্যাটিনাম একটি বিশেষ ইউনিট লিঙ্কড নন-পার্টিসিপেটিং ইন্ডিভিজুয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং নিরাপত্তা উভয়ই প্রদান করে। পাশাপাশি কোম্পানি, মোট তহবিল মূল্য এবং নিশ্চিত পরিমাণের পাশাপাশি, দ্বৈত-সুবিধা পদ্ধতি অফার করার গ্যারান্টি দেয়, যা পলিসিধারীদের বিনিয়োগের সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায় এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রিয়জনদের শক্তিশালী আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

এই বিষয়ে মন্তব্য করে, হেড অফ মার্কেটিং বিনিত কাপাহি বলেছেন, " আমাদের নতুন পরিকল্পনাগুলি সাধারণ ইউলিপ-এর একেবারে বিপরীতে, পলিসিধারকদের পরিবারকে কোনো বরাদ্দ ফি ছাড়াই তহবিলের মূল্য এবং বিমাকৃত অর্থ উভয়ই অফার করে। আমরা এই প্রতিরোধমূলক সুস্থতা প্যাকেজের সাথে আভিভা সিগনেচার থ্রীডি টার্ম প্ল্যান প্রস্তুত করার জন্য উৎসাহিত।"

অপারেশনের ঝুঁকি ছাড়াই এবার ক্ষুদ্র পেসমেকার বসবে হৃৎপিণ্ডে

কলকাতা: ব্র্যাডিকার্ডিয়ার চিকিৎসার জন্য তৈরি করা হয়েছে এক নতুন, ক্ষুদ্র পেসমেকার, যার আকার একটি ভিটামিন ক্যাপসুলের মতো। এই সীসাবিহীন পেসমেকারটি পায়ের শিরার মাধ্যমে সরাসরি হৃৎপিণ্ডে বসানো হবে, যা অপারেশনের জটিলতার ঝুঁকি কমাবে। পদ্ধতিটি কম আক্রমণাত্মক, অপারেশনের কোনও চিহ্নও থাকে না, এবং রোগী সম্ভাব্য একই দিনে বা ঠিক পরের দিন বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। অ্যাপোলো হাসপাতাল, চেন্নাইয়ের সিনিয়র কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট এবং ইলেক্ট্রোফিজিওলজিস্ট ডাঃ এএম কার্থিগেসানের মতে, এই প্রযুক্তিটি বিশেষত বয়স্ক রোগীদের জন্য বা যাদের একাধিক কোমরবিডিটি রয়েছে। সেখানে ট্রাডিশনাল পেসমেকার বসানোর ঝুঁকি বেশি। তাই সীসাবিহীন পেসমেকারের উদ্ভাবন।এমআরআই-শর্তযুক্ত, এটির আয়ু ৮-১৩ বছর। এটি হৃৎপিণ্ডের আপার চেম্বার থেকে ওয়ারলেসভাবে সংকেত সংগ্রহ করে, অত্যন্ত স্বাভাবিক হৃদস্পন্দন প্রদান করে। সীসাবিহীন পেসমেকার বসানোর সাফল্যের হার হল ৯৯.১%। সীসাহীন পেসমেকারের মূল সুবিধার মধ্যে রয়েছে, এতে বড় কোনও সার্জারির প্রয়োজন নেই, রোগীদের জন্য এটি কম আক্রমণাত্মক, কম জটিল ও নিরাপদ পদ্ধতি, এবং দ্রুত স্বাস্থ্যে উন্নতি ঘটে। সামগ্রিকভাবে, এই নতুন প্রযুক্তি ব্র্যাডিকার্ডিয়া রোগীদের জন্য হৃদরোগের চিকিৎসায় বিপ্লব নিয়ে এসেছে।

স্নিকার-এর নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর রোহিত শেট্টি

কলকাতা: মার্স রিগলি ইন্ডিয়া স্নিকারস, তার নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে বলিউড পরিচালক এবং অ্যাকশন মেস্ট্রো রোহিত শেঠিকে নির্বাচন করেছেন। শেট্টি, তার উচ্চ-অক্টেন ফিল্ম এবং ক্যারিশমার জন্য পরিচিত, ব্র্যান্ডের ভাবমূর্তি উন্নত করবে, যিনি "ইউ আর নট ইউ হোয়েন ইউ আর হাংরি" প্রচারাভিযানের সর্বশেষ সংযোজন হিসেবে চিহ্নিত। এই নতুন টিভিসিটি ডিডিবি ট্রাইবালের ধারণা এবং শেট্টির গাড়ির স্টান্টগুলি ক্যাপচার করেছে, যা হাস্যরসের সাথে ব্র্যান্ডের বার্তাকে প্রদর্শিত করেছে। নির্ভীক ড্রাইভিং দৃশ্য এবং অ্যাকশন-প্যাকড সিকোয়েন্সের জন্য বিখ্যাত, শেট্টি প্রচারণায় অতুলনীয় অভিজ্ঞতা যোগ করেছে। এককথায় টিভিসিটি অ্যাকশন এবং নাটকীয়তার বিস্ফোরণ।

এই প্রচারণায় রোহিত শেট্টিকে হাঙ্গল ড্রাইভিং স্কুলের একজন প্রশিক্ষক হিসেবে দেখা যায়, যিনি অল্প বয়স্ক একটি ছেলেকে পরামর্শ দেন। ছেলেটি যখন আঁটসাঁট জায়গায় গাড়ি চালানোর চেষ্টা করেন, তখন তিনি গাড়ির নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং তার দক্ষতার সাথে একটি ব্যস্ত মাছের বাজারের মাঝখান থেকে গাড়িটি নিয়ে গিয়ে তাকে মুগ্ধ করে। ছেলেটি শেট্টিকে ক্ষুধা মেটানোর জন্য স্নিকার দেয় এবং ট্যাগলাইনের প্রভাবকে হাইলাইট করে। সহযোগিতার বিষয়ে উত্তেজনা প্রকাশ করে, রোহিত শেট্টি জানিয়েছেন, "আমি স্নিকার-এর নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হতে পেরে আনন্দিত, কারণ কোম্পানির টিভিসিটি আমার অন-স্ক্রিন ব্যক্তিত্বের সাথে একেবারেই সারিবদ্ধ। স্নিকার-এর বার্তা, ক্ষুধা আপনাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একজনে পরিণত করতে পারে, যা সকলের সাথে অনুরণিত হবে বলে আশা করছি। আমরা দর্শকদের সাথে এই মজাদার প্রচারণাটি ভাগ করে নেওয়ার জন্য উৎসাহিত।"

টয়োটা কির্লোস্কর মোটর ও মহারাষ্ট্রের এমওইউ স্বাক্ষর

শিলিগুড়ি: টয়োটা কির্লোস্কর মোটর, ছত্রপতি সম্ভাজি নগরে একটি গ্রিন ফিল্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটি স্থাপনের প্রচেষ্টায় মহারাষ্ট্র সরকারের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। কর্ণাটকের সদর দফতরে অবস্থিত এই কোম্পানি, বিদাদিতে দুটি উন্নত ইউনিটের লঞ্চ করেছে, যার লক্ষ্য ভারতের বৈশ্বিক অটোমোবাইল অবস্থান উন্নত করা। এমওইউটি মহারাষ্ট্র সরকারের প্রধান সচিব (শিল্প) ডঃ হর্ষদীপ কাম্বলে এবং টিকেএম-এর পরিচালক ও প্রধান যোগাযোগ কর্মকর্তা শ্রী সুদীপ সান্তরাম ডালভি-এর উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়। টিকেএম ভারতে গ্রীনফিল্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে, যা সবুজ প্রযুক্তি এবং মানসম্পন্ন পণ্যের উপর ফোকাস করে। এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে প্রস্তাবটি উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং বহু বছরের মেয়াদে এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কোম্পানি, ১৬,০০০ কোটির বেশি বিনিয়োগ করেছে এবং ৮৬,০০০ কর্মসংস্থান তৈরী করেছে। এই বিষয়ে মন্তব্য করে য়োটা কিরলোস্কার মোটরের এমডি এবং সিইও এবং টয়োটা মোটর কর্পোরেশন (টিএমসি) - এর আঞ্চলিক সিইও মাসাকাজু ইয়োশিমুরা জানিয়েছেন, "টয়োটা মোটর কর্পোরেশন ভারতকে একটি পরিচ্ছন্ন ও সবুজ গতিশীলতা সমাধান প্রদানের জন্য একটি বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় মহারাষ্ট্রের সাথে এমওইউ স্বাক্ষর করেছে, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি সাম্প্রতিক আঞ্চলিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে ভারতকে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকায় উন্নীত করবে বলে আমরা আশা করছি।"

উৎসবের মরসুমকে উদযাপন করতে ফ্লিপইনট্রেন্ডস চালু করেছে ফ্লিপকার্ট

দুর্গাপুর: ফ্লিপকার্ট, ভারতের একটি সেরা ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, আসন্ন উৎসবের মরসুমের আনন্দকে বাড়িয়ে তুলতে ফ্লিপইনট্রেন্ডস চালু করেছে, যা ১০০ টিরও বেশি মেড-ইন-ইন্ডিয়া ফ্যাশন ব্র্যান্ডের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম। এটি প্রাথমিক পর্যায়ের জেনারেটিভ এআই উদ্ভাবন, মার্চেন্ডাইজিং এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে ৫০০ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারীকে পরিষেবা দিচ্ছে। এই ফ্লিপইনট্রেন্ডস-এর লক্ষ্য হল ট্রেন্ডি জিনিসপত্রের সাথে গ্রাহকদের চাহিদা মেটানো এবং অ্যাপ ড্যাশবোর্ডে ট্রেন্ডের পূর্বাভাসগুলিকে যোগ করা। নতুন দিল্লিতে একটি লঞ্চ ইভেন্টে, মেটা, ডাব্লুজিএসএন এবং লিবাসের শিল্প নেতারা ব্র্যান্ড বিল্ডিং এবং ব্যস্ততা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও, এই ইভেন্টে রিয়া কাপুরের সাথে ফ্যাশন নিয়ে একটি কথোপকথন এবং বলিউড তারকা মৌনি রায় সমন্বিত একটি র্যা ম্প ওয়াক করা হয়েছিল, যেখানে মেড-ইন-ইন্ডিয়া ফ্যাশন ব্র্যান্ডের কালেকশনগুলির প্রদর্শন করা হয়েছে। 'ফ্লিপকার্ট ফ্যাশন ট্রেন্ডস ২০২৪' কফি টেবিল বুক আসন্ন মরসুমের আধুনিক স্টাইলগুলির প্রকাশ করে, যা ফ্যাশন শিল্পে উদীয়মান ট্রেন্ডগুলির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। ইভেন্টের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে ফ্লিপকার্ট ফ্যাশনের সিনিয়র ডিরেক্টর পল্লবী সাক্সেনা বলেছেন, "ফ্লিপকার্টে ফ্লিপইনট্রেন্ডস লঞ্চ করার মাধ্যমে আমরা অত্যাধুনিক প্রবণতা এবং ফ্যাশন কেনাকাটার অভিজ্ঞতাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে পেরে আনন্দিত। এই প্ল্যাটফর্মের সাথে আমরা ভারতীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলিকে তাদের সেরা অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবো যা ভবিষ্যতের ফ্যাশন ভবিষ্যতকে সমর্থন করে।"

হারপিকের নতুন ক্যাম্পেইন 'বাথরুম জগমাগায়ে তো দিন বান যায়'

কলকাতা: হারপিক, ভারতের সেরা বাথরুম ক্লিনিং ব্র্যান্ড, তার নতুন ক্যাম্পেইন 'বাথরুম জগমাগায়ে তো দিন বান যায়', প্রকাশিত করেছে, যেখানে উত্তরের অভিনেতা করণ ওয়াহি এবং দক্ষিণের ইরোড মহেশকে অভিনয় করতে দেখা যাবে। এটি বাথরুমের পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বকে তুলে ধরে পরিষ্কার বাথরুম এবং ইতিবাচক মেজাজের মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ককে প্রদর্শন করেছে। পণ্যটি ২টি সুগন্ধিতে উপলব্ধ, প্রথমটি লেমন ফ্রেশ এবং দ্বিতীয়টি হল ফ্লোরাল বুম, যা ২৫০এমএল, ৫০০এমএল এবং ১এল -এই তিনটি আকারে উপলব্ধ। একটি পরিষ্কার বাথরুম একজনের মেজাজ এবং দিনকে অতুলনীয়ভাবে প্রভাবিত করে, কারণ ঘুম থেকে ওঠার পর আমরা সবার প্রথমেই বাথরুম ব্যবহার করি। অপরিষ্কার মেঝে এবং হলুদ দাগ স্বাভাবিকভাবে মেজাজের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তবে, একটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাথরুম মনকে ভালো করতে পারে এবং দিন শুরুর ক্ষেতের ইতিবাচক সুর সেট করতে পারে। কোম্পানি, এই নতুন ক্যাম্পেইনের সাথে হারপিককে আরো আপগ্রেড করেছে, যা আগের তুলনায় বেশি ঝকঝকে পরিষ্কার বাথরুমের নির্দেশ দেয় এবং পরিবারগুলিকে সঠিক নোটে দিন শুরু করতে সহায়তা করে। ৯৯.৯% পর্যন্ত জীবাণু নাস করার ক্ষমতা সহ, হারপিক বাথরুম ক্লিনার ডিটারজেন্ট এবং ব্লিচের মতো জেনেরিক বিকল্পগুলির থেকে অনেক বেশি উপকারী। হারপিক শুধু বাথরুমের ক্ষেত্রেই নয়, বরং মেঝে, টাইলস এবং বেসিন পরিষ্কারেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই বিষয়ে রেকিট - দক্ষিণ এশিয়ার হাইজিন রিজিওনাল মার্কেটিং ডিরেক্টর সৌরভ জৈন জানিয়েছেন, "রেকিটের লক্ষ্য হল স্বাস্থ্যবিধি এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রেখে মানুষের জীবনকে উন্নত করে তোলা এবং প্রতিটি দিন শুরু করার সময় পরিচ্ছন্ন বাথরুমের সাথে একটি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা। হারপিকের এই 'বাথরুম জগমাগায়ে তো দিন বান যায়'- নতুন প্রচারাভিযানটি ইতিবাচক মেজাজ তৈরী করতে ঝকঝকে পরিষ্কার বাথরুমের প্রতিশ্রুতি দেয়।"

সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ডিএসএসএল-এর বিশাল পরিকল্পনা

কলকাতা: ডায়নামিক সার্ভিসেস অ্যান্ড সিকিউরিটি লিমিটেড সানজেভিটি এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে। এই সহযোগিতার মাধ্যমে কোম্পানি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক যান (এসপিভি) ব্যবহার করে ভারতের মণিপুরে একটি ১০০ মেগাওয়াট সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করবে। এই প্রজেক্টের সাহায্যে ভারতের বিদ্যুতের চাহিদা ২০২৭ সালের মধ্যে ৮০ গিগাওয়াট পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা নবায়নযোগ্য শক্তির সংস্থান, বিশেষ করে সৌর শক্তির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। কোম্পানি, ১০০ মেগাওয়াট সৌর প্ল্যান্ট-এর এই চাহিদা মোকাবেলা এবং ভারতের স্থায়িত্ব লক্ষ্য সমর্থন করার জন্য এটি একটি সক্রিয় পদক্ষেপ। এই অংশীদারিত্বটি কেবল ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তাকে সমর্থন করবে না বরং স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং নবায়নযোগ্য শক্তি সেক্টরের মধ্যে কাজের সুযোগ তৈরি করবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে কোম্পানি আগামী ১৮ থেকে ২৪ মাসের মধ্যে মোট ইনস্টল করা ক্ষমতা ২৫০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার প্রচেষ্টা করছে। ভারত সরকারের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটি ক্রমাগত দেশের শক্তি অবকাঠামোকে রূপান্তরিত করছে। উন্নয়নের বিষয়ে মন্তব্য করে ডাইনামিক সার্ভিসেস অ্যান্ড সিকিউরিটি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক যুগল কিশোর ভগত জানিয়েছেন, "সানজেভিটি এন্টারপ্রাইজ, মণিপুরে এই ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পকে এগিয়ে নিতে আমাদের সাথে অংশীদারিত্ব করছে, যার লক্ষ্য ভারতের ক্লিন এনার্জি পরিবর্তনে অবদান রাখা এবং এর জলবায়ু লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করা। এই উদ্যোগটি টেকসই উন্নয়ন এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষমতার প্রতি আমাদের কোম্পানির প্রতিশ্রুতির সাথে একেবারে সারিবদ্ধ।"

অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ডিভাইন সলিটায়ার জুয়েলারির সেরা কলেকশনের প্রদর্শনী

কলকাতা: ডিভাইন সলিটায়ারস, একটি উচ্চতর ডায়মন্ড সলিটায়ার জুয়েলারি ব্র্যান্ড, আবারো ভারতের বৃহত্তম ডায়মন্ড সলিটায়ার প্রচার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে দ্য সলিটায়ার ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া (TSFI)। টানা তিন বছর ধরে অনুষ্ঠিত, এই ইভেন্টটি আসন্ন উত্সব এবং বিবাহের মরসুমে স্ফুলিঙ্গ যোগ করতে। কোম্পানি এই অনুষ্ঠানের ঘোষণা করে বলিউড অভিনেত্রী বাণী কাপুরকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। যুদ্ধ, শুদ্ধ দেশি রোমান্স এবং বেফিকরে-এর মতো ব্লকবাস্টার সিনেমার জন্য পরিচিত বাণী কাপুর, তার উপস্থিতির সাথে এই বছরের ইভেন্টে একটি দুর্দান্ত সাফল্য নিয়ে আসবে। ৪ মিলিয়ন ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার সহ কাপুর কোম্পানির এই প্রচারাভিযানটিকে টক অফ টাউনে পরিণত করবে। এই বার্ষিক উৎসবটি ২০০ টিরও বেশি অংশীদার জুয়েলার্স স্টোরে অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে রয়েছে সেনকো গোল্ড, র্যাঙ্কাজুয়েলার্স এবং রিলায়েন্স রিটেলের মতো অংশীদার জুয়েলার্স, যা ১ম আগস্ট থেকে ৩১ই আগস্ট পর্যন্ত চলবে। গ্রাহকরা সংগ্রহগুলি স্টোর সহ কোম্পানির ওয়েবসাইটেও - https://shop.divinesolitaires.com দেখতে পারবেন। উৎসবটি চলাকালীন ১১, ১৭ এবং ২৪ আগস্ট সাপ্তাহিক লাকি ড্রয়ের জন্য কুপন সহ আইফোন এবং অল্টো গাড়ির মতো পুরস্কার জেতার সুযোগের পাশাপাশি, ৪ সেপ্টেম্বর, গ্র্যান্ড ফিনালেতে একটি বাম্পার ড্রয়ের সাথে একজন সৌভাগ্যবান বিজয়ী একটি বিলাসবহুল এক্সইউভি৭০০-জেতারও সুযোগ পাবেন। এছাড়াও, ডিভাইন সলিটায়ারস ১১ই আগস্টে তার ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম পেজে একটি লাইভ ড্র ইভেন্ট হোস্ট

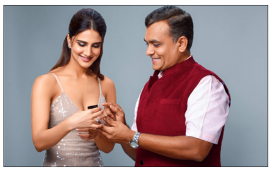

করবে, যা দেশ জুড়ে আরো গ্রাহকদের আকৃষ্ট করবে। এই বিষয়ে, ডিভাইন সলিটায়ারের প্রতিষ্ঠাতা জিগনেশ মেহতা বলেছেন, "আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অংশীদার এবং গ্রাহকদের এই আগস্ট মাসে আসন্ন উত্সব এবং বিবাহের মরসুমের জন্য ডায়মন্ড সলিটায়ার জুয়েলারিতে বিনিয়োগ করার সেরা সুযোগ দিয়েছি। টিএসএফআই চলাকালীন গ্রাহকরা ৮টি হৃদয় এবং তীর সহ উচ্চ-মানের হীরার সলিটায়ার দেখতে এবং ক্রয় করার পাশাপাশি, দুর্দান্ত পুরস্কারও জিতে নেওয়ার সুযোগ পাবেন।"

সংসার ব্র্যান্ডের নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর রণবীর সিং

কলকাতা: ডি'ডেকোর, একটি নেতৃস্থানীয় হোম ডেকোর ফ্যাব্রিক ব্র্যান্ড, দেশ জুড়ে তার নতুন ব্র্যান্ড সংসার-এর লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে, যা ৫০টি মেট্রো এবং নন-মেট্রো শহর জুড়ে ৩৫০টি স্টোরে উপলব্ধ থাকবে। কোম্পানি হোম ডেকোর কাপড়ের মাধ্যমে সচেতন জীবনযাপনের প্রচার করে। ডি'ডেকোর, তার জুলাই মাসে শুরু হওয়া ব্র্যান্ড সংসার-এর মাধ্যমে বসবাসের জায়গা উন্নত করতে গৃহসজ্জার সামগ্রীর সাথে পর্দা এবং বিভিন্ন প্রিমিয়াম সফট ফার্নিশিং কাপড়ের পরিসর লঞ্চ করবে।

এই লঞ্চের আগে, সংসার-এর একটি নতুন টিভিসি প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে বলিউডের পাওয়ার হাউস রণবীর সিং-কে দেখা যাবে। ব্র্যান্ডটি পরিবেশ বান্ধব বাড়ি এবং মননশীল জীবনযাপনের প্রচার করে। এই প্রচারণায়, অভিনেতা তার অভিনয়ের সাথে সংসার -এর ট্যাগলাইন "সচেতনতার সাথে বাঁচুন"-এর সঠিক ব্যবহার করে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দিয়ে আরও এটিকে জীবন্ত করে তুলেছে।

এই লঞ্চ সম্পর্কে সানসার বিজনেস হেড সঞ্জনা অরোরা বলেছেন, "ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসাবে বলিউডের পাওয়ার হাউস রণবীর সিং-কে নিযুক্ত করে আমরা আনন্দিত, যিনি তার অভিনয়ের সাথে প্রিমিয়াম, ন্যূনতম কাপড় প্রবর্তন করে ব্র্যান্ডের বার্তাকে সকলের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। আমরা সকলকে এই সংগ্রহটি অন্বেষণ করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যা মননশীল এবং নান্দনিকভাবে আনন্দদায়ক।"

মাহিন্দ্রা ট্রাক এবং বাসের ডিলারশিপে বর্ষণ

পুনে: মাহিন্দ্রার ট্রাক অ্যান্ড বাস ডিভিশন (এমটিবিডি), ব্যবসার পরিমাণে ৪৬% এর একটি শক্তিশালী ৪ বছরের সিএজিআর বৃদ্ধির সাথে জুলাই মাসে চারটি রাজ্য (উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, ছত্তিশগড় এবং অন্ধ্রপ্রদেশে) -এ তার পাঁচটি নতুন ডিলারশিপের উদ্বোধন করেছে। ডিলারশিপগুলি ভারত জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রাকিং রুটে নাগালের উন্নতির জন্য কৌশলগতভাবে অবস্থিত। কোম্পানি, এই কেন্দ্রগুলিতে ৩৭টি সার্ভিস বে, ড্রাইভার থাকার ব্যবস্থা, ২৪ ঘন্টা ব্রেকডাউন সহায়তা এবং অ্যাডব্লু উপলব্ধতা যোগ করেছে। এই নতুন ডিলারশিপগুলি এইচসিভি, আইসিভি, এলসিভি, এবং বাস সহ ভারত জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রাকিং রুটে এর নাগাল বৃদ্ধি করেছে, যা পণ্যের সম্পূর্ণ পরিসরের জন্য বিক্রয়, অতিরিক্ত জিনিসপত্র এবং পরিষেবা প্রদান করবে। মাহিন্দ্রা কোম্পানির ব্লাজো এক্স, ফুরিও, অপটিমো, এবং জয়ো হল ভারতে একমাত্র সিভি ট্রাক পরিসর যা জ্বালানী দক্ষতা সহ দ্বিগুণ পরিষেবা গ্যারান্টি অফার করে।

ব্রেকডাউন পরিষেবায় আপটাইম গ্যারান্টি সহ এমটিবিডি রাস্তায় ৪৮-ঘন্টা রিটার্ন বা ১০০০/- দৈনিক পেমেন্ট করে। পণ্য উদ্ভাবন এবং গ্রাহক সুস্তুষ্টির ফলে এই গ্যারান্টিগুলি সম্ভব হয়েছে। এখনও পর্যন্ত, মাহিন্দ্রা ট্রাকস অ্যান্ড বাস ডিভিশন (এমটিবিডি) তার নেটওয়ার্ক জুড়ে ৮৫টি ডিলারশিপ, ১৭৪টি অনুমোদিত পরিষেবা কেন্দ্র এবং ৭২টি মাহিন্দ্রা কাস্টমার কেয়ার সেন্টার যোগ করেছে। এই বিষয়ে মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেডের কমার্শিয়াল ভেহিকেল - বিজনেস হেড, জলজ গুপ্ত জানিয়েছেন যে আমরা আমাদের আগামী কর্মসূচিগুলি নিয়ে উৎসাহিত রয়েছি এবং আমরা আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের উদ্ভাবনী এবং দক্ষ পরিবহন সমাধান প্রদানের জন্য প্রস্তুত। গুপ্ত আরও যোগ করে বলেছেন যে কোম্পানি BS6 OBD II রেঞ্জের ট্রাকের জন্য নতুন মাইলেজ গ্যারান্টি "জ্যাদা মাইলেজ নাহিনতোহ ট্রাক ওয়াপাস" চালু করেছেন, এটি পরিবহণকারীদের অনন্য সুবিধা প্রদান করবে।

পুলিশ সুপারের কাজে খুশি কোচবিহার

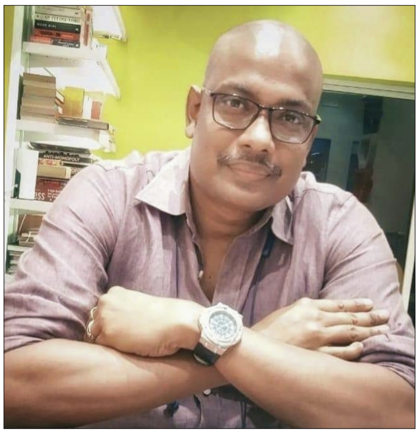

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: তিনি একাধারে আইনশৃঙ্খলা সামলেন। সেই সঙ্গেই চলে সাহিত্য-সৃষ্টি। এখানেই শেষ নয়, তিনি পরিবেশ বাঁচাতে ছুটে দেন। সপ্তাহের প্রায় প্রতিটি দিনই কোথাও না কোথাও বৃক্ষরোপণ করতে দেখা যায় তাঁকে। আবার পশু-পাখিদের নিয়েও নিরন্তর ভাবনা তাঁর। তিনি কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। জেলায় পুলিশ সুপার হয়ে আসার পর থেকে তাঁর আইন সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে নানা কাজে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কখনও পথ কুকুরের পরিচর্যা করেছেন। পাচার হওয়ার পথে ধরা পড়া অসুস্থ গরুদের চিকিৎসা করিয়েছেন। কোথাও প্রাণী হত্যার অভিযোগ উঠলে সেখানেও কড়া হাতে ব্যবস্থা নিয়েছেন। নজর রেখেছে পাখিদের উপরেও। তীব্র গরমে পাখিদের জলকষ্ট মেটাতে নিজে গাছে উঠে পাখিদের জন্য জলের কলসি লাগিয়েছেন। আবার বিভিন্ন স্থানে শাবল হাতে নিয়ে গাছ লাগাতেও দেখা গিয়েছে আইপিএস দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে। দিন কয়েক আগে রবিবার সকালে কোচবিহরের আইটিআই মোড়ে পাখিরা অসুবিধেয় পড়েছে শুনে ছুটে যান পুলিশ সুপার। সেখানে কয়েকটি বড় গাছে প্রচুর পরিযায়ী শামুকখোল পাখির বাসা রয়েছে। সেই গাছের নিচেই পিচ গলানোর মেশিন রেখে রাস্তা সারাইয়ের কাছ চলছিল। মেশিন থেকে দাউদাউ করে আগুন ও গরম ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। গাছের বাসায় ছিল বেশ কিছু পাখির 'ছানা'। তাদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কার কথা শুনে ছুটে যান পুলিশ সুপার। সেখান থেকে রাস্তা সারাইয়ের সমস্ত মেশিনপত্র সরিয়ে দেওয়া হয়।

কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "পাখিদের অসুবিধে হচ্ছে জানার পরেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমি নিজেও সেখানে গিয়েছি। গাছের নিচ থেকে মেশিন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।" উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অশোক চৌধুরীর নজরে প্রথম বিষয়টি পড়েছিল। তিনিই পুলিশ সুপারকে বিষয়টি জানান। তিনি বলেন, "পাখির বাচ্চাগুলোর ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। আমি সেখানে কর্মরত শ্রমিক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক করি। কিন্তু তাঁরা কেউই ভ্রূক্ষেপ করছিলেন না। বাধ্য হয়ে পুলিশ সুপারকে জানিয়েছি। তাঁকে ধন্যবাদ জানাব। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছেন।" পরিবেশপ্রেমীরা জানিয়েছেন, ওই এলাকার বড় গাছগুলিতে প্রচুর 'শামুকখোল, পাখি রয়েছে। একসময় আরও বেশি পাখির আস্থানা ছিল সেই এলাকাগুলিতে। একসময় রাস্তা চওড়া, বিমানবন্দরের কাজ সহ বিভিন্ন কারণে কিছু গাছ ও গাছের ডাল কাটা হয় বলে অভিযোগ। তার পরেও যে গাছগুলি রয়েছে সেখানে পাখিরা বসবাস করে। এদিন এমন একটি গাছের নিচেই রাস্তা তৈরির জন্য পিচ গলানোর মেশিন বসানো হয়েছিল। গাছের উপরে ছিল বেশ কয়েকটি পাখির বাসা। পাখিদের যে অসুবিধে হচ্ছিল তা স্পষ্ট ধরা পড়ছিল অনেকের চোখে। অভিযোগ রয়েছে, পাশেই সেখানে বন দফতরের অফিস রয়েছে। কেন তাদের কারও বিষয়টি নজরে পড়েনি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বন দফতরের এক আধিকারিক অবশ্য জানান, তাদের নজরে এলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হত। কোচবিহারের পুলিশ সুপার নানা সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। বৃক্ষরোপণের নানা অনুষ্ঠানে তাঁকে সবসময়ই নজরে আসে। এর আগে পাখিদের জন্য গাছে গাছে পাত্র বসিয়ে খাবারের জলেরও ব্যবস্থা করেছেন তিনি। তাঁর ভূমিকায় খুশি পরিবেশপ্রেমীরা। শুধু এটাই নয়, এর আগেও পশুদের পাশে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কোচবিহারে পুলিশ সুপার পদে যোগ দিয়েই তিনি রসিকবিল মিনি জুর কয়েকটি প্রাণীকে দত্তক নেন। আবার নিজের বাড়ির খেতে ধানের বীজ রোপণ করতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। খুব সুন্দর ছবিও এঁকেছেন তিনি। গত কোচবিহার জেলা বইমেলায় তাঁর লেখা বই 'খুনি কে?' প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি ১১ টি বই লিখেছেন যার মধ্যে তিনটি ভূগোলের পাঠ্যবইও রয়েছে। এমন একজন পুলিশ সুপার পেয়ে গর্বিত কোচবিহারও।

রাজ্য ভাগের চক্রান্তের অভিযোগে কোচবিহারে তৃণমূলের মহা মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজ্যভাগের চক্রান্তের বিরুদ্ধে মহামিছিলের ডাক দিয়েছে তৃণমূল। আগামী ৯ আগস্ট কোচবিহারের দিনহাটার কৃষিমেলার মাঠ থেকে ওই মিছিলে বের হবে। ওই মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা রাজ্য তৃণমূলের সভাপতি উদয়ন গুহ, কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। এর বাইরেও কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সমস্ত শীর্ষ নেতাদেরও ওই মিছিলে থাকার কথা রয়েছে। উদয়ন গুহ বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে ফেসবুকে লিখেছেন, 'বিজেপি যদি রাজ্যভাগ নাইই চায়, বিজেপির যারা বাংলা ভাগের কথা বলছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন?' দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী সোমবার রাজ্যভাগের বিরুদ্ধে বিধানসভায় তৃণমূলের প্রস্তাব আনার কথা রয়েছে। তারপরে তৃণমূলের আন্দোলনে আরও জোর আসতে পারে। বিজেপি অবশ্য তৃণমূলের মন্ত্রীর কথার গুরুত্ব দিতে নারাজ। বিজেপির পাল্টা প্রশ্ন, যারা রাজ্যভাগের মূল দাবিদার তাদের সঙ্গে তো সখ্য রয়েছে তৃণমূল নেত্রীর। সেক্ষেত্রে তৃণমূল তাদের অবস্থান স্পষ্ট করুক। উদয়ন বলেন, "রাজ্যভাগের চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমরা পথে নামব। বিজেপির একেকজন একেকরকম কথা বলছেন। সেক্ষেত্রে বিজেপির মধ্যে থেকে যারা রাজ্যভাগের চক্রান্ত করছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? বিজেপির চক্রান্ত সবার কাছেই স্পষ্ট।" বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "তৃণমূল আগে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করুক। যারা রাজ্যভাগের দাবিদার তাদের সঙ্গে তো তৃণমূল নেত্রীরও সখ্য রয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যা কোথায়? তাদের সিদ্ধান্ত কোথায়? আগে নিজেদের কথা ভাবুক তৃণমূল পরে না হয় বিজেপির কথা ভাববে।"

দিন কয়েক আগেই লোকসভায় কোচবিহারকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার দাবি তোলেন বিজেপি সাংসদ গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা নগেন্দ্র রায় তথা অনন্ত মহারাজ। তারপর থেকে বিজেপির একাধিক সাংসদ ও বিধায়ক উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার দাবি তুলেছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে উত্তরবঙ্গকে যোগ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। যে অনন্ত মহারাজ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি করেছেন, একদিকে তিনি যেমন বিজেপির সাংসদ, আরেকদিকে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে তৃণমূল নেতা-নেত্রীদেরও। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্ত মহারাজের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন। আবার রাজ্যভাগের আরেক দাবিদার বংশীবদন বর্মণের সঙ্গে সখ্য রয়েছে রাজ্যের শাসক দলের। বর্তমানে একাধিক সরকারি পদে রয়েছেন বংশীবদন। তিনি রাজবংশী উন্নয়ন পর্ষদ ও রাজবংশী ভাষা একাডেমীর চেয়ারম্যানের দায়িত্বেও রয়েছেন। এছাড়াও যে সমস্ত সংগঠন আলাদা রাজ্যের দাবিদার তার বেশিরভাগের সঙ্গে তৃণমূল অথবা বিজেপির সুসম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করেন অনেকেই। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, যদি ওই দুই দল যদি আলাদা রাজ্যের দাবি না করে থাকে, সেই সংগঠনগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলার অর্থ কি? সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় বলেন, "দুটি দলই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দিয়ে ভোটের রাজনীতি করছে।" তৃণমূল মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "রাজ্যভাগের বিরুদ্ধে তৃণমূল। তা রাজ্যভাগের দাবিদারদের পাশে বসিয়েও স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার বাইরে অন্য দাবি দাওয়া আলোচনা হতেই পারে।" বিজেপির বিরাজ বসু বলেন, "বিজেপির অবস্থান স্পষ্ট রয়েছে।"

ভুয়ো নথিতে সিম কার্ড বিক্রি, ধৃত ব্যবসায়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভুয়ো নথি দিয়ে মোবাইল ফোনের সিম কার্ড বিক্রির অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গত ৩০ শে জুলাই কোচবিহার কোতয়ালি থানার পুলিশ ঘোষপাড়া এলাকার এক সিম কার্ড বিক্রেতা উত্তম কুন্ডুকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিম কার্ড বিক্রির একটি চক্র রয়েছে জেলায়। শুধু উত্তম নয়, ওই চক্রের সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন জড়িত আছে। কোচবিহার জেলার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ওই ঘটনার তদন্ত চলছে। ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। কোচবিহার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী একটি জেলা। এই জেলাতে বার বার ইরান বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে। তা নিয়ে একাধিক তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত করছেন। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কোন সিম কার্ড কিনতে গেলে ক্রেতাকে সচিত্র পরিচয় পত্র জমা দিতে হয়। সেই পরিচয় পত্রের উপর ভরসা করেই সিমকার্ড রেজিস্টার হয় ফলে সেই সিম কার্ডে নির্দিষ্ট ব্যক্তির কার্যকলাপের দায়ভার তার উপরেই থাকবে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সচিত্র পরিচয়পত্র ছাড়াই সিম কার্ড বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। যে ব্যক্তিকে এদিন গ্রেফতার করা হয় তার একটি দোকান রয়েছে ওই এলাকায় সেখানে অনেকেই তার কাছ থেকে সচেতন পরিচয়পত্র দিয়ে সিম কার্ড কিনতেন। তদন্ত করে জানতে পেরেছে সেই সময় ক্রেতাদের কাগজপত্র গুলি ফটোকপি করে রেখে দিতে হবে অভিযুক্ত পরে সেগুলি ব্যবহার করে ফের নতুন সিম কার্ড রেজিস্টার করা হতো। সেগুলি চড়া দামে বাইরে বিক্রি করা হতো ফলে ওই সিম কার্ড দিয়ে কোন অবৈধ কাজকর্ম করা হলে মূল অভিযুক্ত আড়ালেই থেকে যাবে বলে মনে করা হল। দিন কয়েক আগে বাংলাদেশ সীমান্ত বক্সিরহাটেরও দুই সিম কার্ড বিক্রেতাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। যার কাছ থেকে বেশ কিছু সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তারা সিম কার্ডগুলি বাইরে বিক্রি করে দিত। পুলিশের সন্দেহ, সাইবার অপরাধের যে ঘটনা ঘটছে চারদিকে তাতে ওই সিমকার্ড ব্যবহার করা হতে পারে।

একাধিক ইস্যুতে পথে নামবে ফরওয়ার্ড ব্লক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ কোচবিহার জেলা ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টি অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করেন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির সম্পাদক নরেন চ্যাটার্জি। এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান হকার উচ্ছেদ, দুর্নীতি, সহ একাধিক ইস্যু নিয়ে পহেলা আগস্ট থেকে রাজ্য জুড়ে পথে নামবে ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টি। সেই সাথে সাথে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি আরো জানান, বিগত দিনের অভিজ্ঞতার থেকে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা আর অন্য কোন দলের সাথে জোট বেঁধে লড়বেন না। তাদের মূল বক্তব্য আমরা বামফ্রন্ট গত ভাবেই লড়তে চাই। সে কারণেই কোচবিহারের সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের যে উপনির্বাচন হবে সেই উপনির্বাচনেও লড়বো। এই বিষয়ে সাংবাকিকরা প্রশ্ন করেন কংগ্রেসের সাথে উপনির্বাচনে জোট বাঁধবেন কিনা ? তবে সেই বিষয়েই প্রশ্ন করা মাত্রই তিনি পুরোপুরি এড়িয়ে যান এবং বলেন আগামী দিনে আমারা বামফ্রন্টগত ভাবে লড়াই করবো।

জলপাইগুড়িতে সামান্য কমেছে সবজির দাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: মধ্যবিত্তের মুখে হাসি, জলপাইগুড়িতে সামান্য কমেছে সবজির দাম। কিছুটা হলেও খুশি প্রকাশ করছেন ক্রেতারা। বেশ কয়েকদিন থেকেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন সবজির বাজারগুলিতে সবজির দাম আকাশছোঁয়া ছিল। বর্তমানে সবজির আমদানি অনেকটাই বেশি হওয়ার দরুন সবজির দামে কিছুটা হলেও পতন রয়েছে। ফলে ক্রেতা থেকে বিক্রেতা সকলেরই মনে কিছুটা হলেও খুশির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বিক্রেতারা বলেন বর্তমানে সবজির দাম অনেকটাই কমেছে। আলু ও পেঁয়াজ ছাড়া অন্যান্য সবজির দামে কিছুটা পতন রয়েছে। এক ক্রেতা বলেন আগে ৫০০ টাকা আনলে ব্যাগ ভরতি হতো না। এখন সেই টাকা দিয়ে মোটামুটি ব্যাগ ভরে যাচ্ছে। ফলে কিছুটা হলেও আমাদের মনে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

অফিস খুলে অনলাইন প্রতারণা পুলিশের জালে দুই অভিযুক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শুক্রবার বিকেলে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করলেন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। শুক্রবার রাতে দিনহাটা থানার পুলিশ সাইবার অপরাধমূলক কাজকর্মের জন্য দুই যুবককে গ্রেফতার করে। ওই দুই যুবকের বয়স আনুমানিক ২৩ থেকে ২৪ বছর। শুক্রবার ওই দুই অভিযুক্তকে আদালতের তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তকে পাঁচদিনের পুলিশের হেপাজত দিয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। ধৃত ওই দুই যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বেশ কয়েকটি ল্যাপটপ, চার্জার, মোবাইলের সিম সহ বিভিন্ন সামগ্রী। এদিন পুলিশ জানান, ইউটিউবে চ্যানেল খুলে মানুষকে প্রতারণা করছিল তারা। ঘটনার সাথে আরো কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96